NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ শহরজুড়ে নজরদারি চাই, পুরসভায় উঠল ক্যামেরা বসানোর দাবি

ভোট মিটতেই তদন্তের মুখে সুজিত, ৯ ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ ৩

কলকাতা ৩ মে ২০২৬ ১৯ বৈশাখ ১৪৩৩ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৩২০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.05.2026, Vol.19, Issue No. 320, 8 Pages, Price 3.00

প্রসার ভারতীর নয়া চেয়ারম্যান প্রসূন জোশী

নয়াদিল্লি, ২ মে: প্রসারভারতীর নতুন চেয়ারম্যান হলেন প্রসূন জোশী। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক প্রখ্যাত গীতিকার, লেখক ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ প্রসূন জোশীকে এই সম্মানীয় পদে নিয়োগ করেছে।

প্রসূন জোশী বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্রের গান রচনা এবং যোগাযোগ কৌশলের ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য পরিচিত। এখন তিনি দেশের শীর্ষ পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং সংস্থা প্রসার ভারতীর নেতৃত্ব দেবেন।

প্রসার ভারতী, যার অধীনে দূরদর্শন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও পরিচালিত হয়, সারা দেশে জনসেবামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রসূন জোশীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রকের তরফে থেকে জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, 'প্রসার ভারতী বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় শ্রী প্রসূন জোশী জি-কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। প্রসূন জি একজন বিরল সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব, যিনি বিজ্ঞাপন, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং চলচ্চিত্রে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত, তবুও তাঁর হৃদয় নিঃসন্দেহে ভারতের জন্যই স্পন্দিত হয়।'

নৌকোডুবি কাড়ল ৯

ভোপাল, ২ মে: বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের বার্গি বাঁধে নৌকোডুবিতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ন'জনের। নিখোঁজ অনেকে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চলছে। উদ্ধার হওয়া দেহগুলোর মধ্যে মর্মভেদী এক দৃশ্য সারা দেশের সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। একটি লাইফজ্যাকেট। সেই লাইফজ্যাকেটে চার বছরের সন্তানকেও ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন মা। তার পর জাপটে ধরে রেখেছিলেন। ডোবার মুহূর্তেও সন্তানকে আগলে রেখেছিলেন মা। যখন দেহ উদ্ধার হল, দেখা গেল নৌকোয় ওঠার পর যে ভাবে লাইফজ্যাকেটে সন্তানকে আষ্টেপৃষ্ঠে রেখেছিলেন, ঠিক সে ভাবেই ধরা ছিল। আলগা হয়নি মায়ের হাত। শুক্রবার সকাল উদ্ধার হয়েছে ওই মহিলা ও তাঁর সন্তানের দেহ। -বিস্তারিত দেশের পাতায়

নিশ্ছিদ্র পাহারায় জনতার রায়। শনিবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে।

আবার অশান্ত ফলতা, দফায় দফায় উত্তেজনা

জাহাঙ্গির-ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন ফলতার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত দুই নেতার বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ পদক্ষেপ করতে গড়িমসি করলে সংশ্লিষ্ট থানার ওসির বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন থেকেই কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব ছিল বিরোধীরা। শনিবার সকাল থেকে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় হাশিমনগর ও সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, বিজেপি সমর্থক বলে পরিচিত পরিবারের বাড়িতে চড়াও হয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। তাঁদের গ্রামছাড়া করার হুমকি দেওয়া হয়, মারধরের ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার কেন্দ্রে উঠে আসে জাহাঙ্গির-ঘনিষ্ঠ দুই নেতা ইসরাফুল চোকদার এবং সুজাদ্দিন শেখের নাম। গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, ইসরাফুলের নেতৃত্বেই একদল যুবক বাইক বাহিনী নিয়ে এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ঘটনার তদন্তে নেমে নির্বাচন কমিশন কড়া অবস্থান নেয়। স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ইসরাফুল চোকদার, সুজাদ্দিন শেখ এবং তাঁদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করতে হবে। কমিশনের বার্তা, এলাকায় শান্তি ফেরাতে হবে প্রশাসনকেই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কোনও রকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না।

উল্লেখ্য, ডায়মন্ড হারবার এবং মগরাহাট পশ্চিম, দুই বিধানসভা কেন্দ্রের ১৫টি বুথে শনিবার পুনঃনির্বাচন হয়েছে। কিন্তু সেই তালিকায় ছিল না দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা। শনিবার সকাল থেকেই দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় সেখানে। গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, বিজেপিতে ভোট দেওয়ার কারণে বাড়ি এসে এসে হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের।

উল্লেখ্য, শুক্রবার থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় ফলতায়। বিজেপি কর্মীদের উপর মারধরের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ফলতার হাশিমনগর। শনিবারও ওই একই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। হাশিমনগর এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ তথা বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। তার প্রতিবাদ করায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের নেতৃত্বে কিছু লোকজন হামলা চালিয়েছেন। বিজেপির কর্মী এবং সমর্থকদের মারধর করা হয়েছে। শুক্রবারও জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিল তাঁরা।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফলতা থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী যায়। তবে শনিবার নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিক্ষোভকারীরা রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন। এক বিক্ষোভকারীর কথায়, 'বাড়িতে গিয়ে মারধর করা হয়েছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। আমরা ইসরাফিলের গ্রেপ্তারি চাই। কিন্তু রাজ্য পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। আমরা চাই ওকে গ্রেপ্তার করা হোক। আর চাই ফলতায় দু'টি বুথ আছে, যেখানে পুনর্নির্বাচন করা হোক।' বিক্ষোভকারীদের দাবি, 'ফলতায় পুনর্নির্বাচন চাই।' কেউ কেউ পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ তুলেছেন। যদিও ঘটনাস্থলে থাকা এক পুলিশ আধিকারিক জানান, কোনও লাঠিচার্জ হয়নি।

এজেন্টদের কড়া বার্তা মমতা-অভিষেকের

২০০-র বেশি আসনে জিতে ক্ষমতায়, দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট মিটে গিয়েছে। এখন ফলাফলের অপেক্ষা। আর তার মাঝেই গণনাকেন্দ্রের এজেন্টদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসে কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারের গণনার দিন এজেন্টদের সজাগ থাকার নির্দেশের পাশাপাশি তাঁরা কার্যত জয়ের আত্মবিশ্বাসও প্রকাশ করেন। দলের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টের ভিত্তিতে মমতার দাবি, তৃণমূল ২০০-র বেশি আসন পেয়ে ফের ক্ষমতায় আসছে।

বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এজেন্টদের বলেন, 'কোনও অবস্থাতেই কাউন্টিং টেবিল ছাড়া যাবে না। গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত গণনাকেন্দ্রের ভিতরে থাকতে হবে। ভোরবেলা গণনাকেন্দ্রে পৌঁছে যেতে হবে, সঙ্গে রাখতে হবে ডায়েরি, আর ইভিএম খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সব নোট করে রাখতে হবে।' কারও কাছ থেকে খাবার না নেওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর কথায়, গণনা চলার সময় ধৈর্য ধরে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। বিজয়ী প্রার্থী শংসাপত্র না পাওয়া পর্যন্ত কেন্দ্র ছাড়া যাবে না বলেও স্পষ্ট জানান তিনি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কাউন্টিং এজেন্টদের কাছে প্রযুক্তিগত দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, জেলাওয়াড়ি পর্যবেক্ষকও নিয়োগ করা হয়েছে গণনা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখতে। দলীয় বৈঠকে মমতা আরও বলেন, বুথফেরত সমীক্ষায় বিজেপিকে এগিয়ে দেখানো হয়েছে, কিন্তু তা আদৌ বাস্তব ফলকে প্রতিফলিত করবে না। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন ও ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, যারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর অত্যাচার সহ্য করেছেন, দল তাঁদের পুরস্কৃত করবে।

ব্যারাকপুর-দমদমের কাউন্টিং অবজার্ভার রাজীব কুমার

■ দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার গণনা পর্যবেক্ষক করা হল রাজীবকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার এখন তৃণমূলের 'নেতা'। রাজ্যসভার সাংসদও বটে। সেই রাজীবকে এ বার বিধানসভার ভোট গণনার দিন অর্থাৎ, সোমবার গণনা পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দিল তৃণমূল। শুধু দমদম-ব্যারাকপুর নয়, রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা ধরে ধরে গণনা পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার কথা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার দলের কাউন্টিং এজেন্টদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মমতা-অভিষেক। তৃণমূল সূত্রে খবর, ওই বৈঠকেই গণনার দিন জেলাভিত্তিক পর্যবেক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। সেখানে সাংগঠিক জেলা ধরে ধরে পর্যবেক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আরও ১৬৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের গণনা প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ রাখতে নির্বাচন কমিশন অতিরিক্ত গণনা পর্যবেক্ষক ও পুলিশ পর্যবেক্ষক মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য ১৬৫ জন অতিরিক্ত কাউন্টিং অবজার্ভার এবং ৭৭ জন পুলিশ অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। যেসব বিধানসভা কেন্দ্রে একাধিক গণনা হল রয়েছে, সেখানে কাউন্টিং অবজার্ভারদের সহায়তা করতে এই অতিরিক্ত পর্যবেক্ষকদের রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন পুলিশ অবজার্ভাররা।

কমিশনের দাবি, এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হল গণনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ এবং ভীতি-মুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করা। সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে এই নিয়োগ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষকরা এই সময় কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন।

গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ নিয়েও জারি হয়েছে কড়া নির্দেশিকা। শুধুমাত্র কিউআর কোড-ভিত্তিক পরিচয়পত্র থাকলেই প্রবেশের অনুমতি মিলবে। এই পরিচয়পত্র ইসিআইনেটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারদের দ্বারা জারি করা হবে। গণনা চলাকালীন শুধুমাত্র কাউন্টিং অবজার্ভার এবং রিটার্নিং অফিসার ছাড়া কাউন্টিং হলের ভিতরে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশের অনুমতি থাকছে না।

ফলতায় ফের ভোট ২১ মে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায়পুনর্নির্বাচন হবে। জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। সে দিন ফলতা বাদে রাজ্যের ২৯৩ আসনে ভোটগণনা হবে। কমিশন জানাল, বৃহস্পতিবার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে যে ভোটগ্রহণ হয়েছে, তা পুরোটাই বাতিল করা হচ্ছে। কবে ওই বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন হবে, তা জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। আগামী ২১ মে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে হবে পুনর্নির্বাচন। কমিশনের কাছে পাঠানো প্রস্তাবে সুব্রত গুপ্ত জানান, ফলতার প্রায় ৩০টি বুথে পুনর্নির্বাচন করানো হোক। কেন তিনি পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এই বুথগুলিতে পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব দেওয়া হয় কমিশনকে।

শান্তিতেই পুনর্নির্বাচন, ঢল ভোটের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দফার ভোট ছিল মোটের উপর শান্তিপূর্ণ। তবে বুধবার দ্বিতীয় দফায় বিভিন্ন জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর এসেছে। ডায়মন্ড হারবার এবং মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের ১৫টি বুথে শনিবার পুনর্নির্বাচন হয়।

শনিবার ২ বিধানসভা কেন্দ্রের ১৫টি বুথে ফের ভোট করার নির্দেশ দেয় কমিশন। তবে, যে ফলতা কেন্দ্র নিয়ে এত বিতর্ক, সেই ফলতার ক'টি বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হবে, তা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। যা নিয়ে শুরু হয়েছে জলঘোলা।

কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার যে দুই বিধানসভা কেন্দ্রের ১৫টি বুথে ভোটগ্রহণ হয়েছে, তাতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভোটদানের হার ৯০ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলেছে। কমিশন সূত্রে খবর, মগরাহাট পশ্চিমের ১১টি বুথে গড় ভোট পড়েছে ৮৯.২৯ শতাংশ। আর ডায়মন্ড হারবারের ৪টি বুথের ভোটদানের হার ৯১.৭৭ শতাংশ। মোট ভোটদানের হার ৯০.৬১ শতাংশ।

সকাল সাতটা থেকে ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়েছেন সাধারণ মানুষ। দ্বিতীয় দফায় যেরকম নিরাপত্তার কড়াকড়ি ছিল, শনিবারও একইরকম নিরাপত্তা বেষ্টনীতেই হয়েছে ভোটগ্রহণ। ডায়মন্ড হারবারে বুথ থেকে ১০০ মিটার দূরে কড়া পাহারায় ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। যে সমস্ত ভোটাররা ভোট দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দেখা গিয়েছে ব্যতিক্রমী ছবি। কারণ, তাঁদের দু' আঙুলে ছিল কালির দাগ। প্রথমবার ভোট দেওয়ার সময় আঙুলে কালি লাগানো হয়েছিল। শনিবার অন্য আঙুলে দেওয়া হয়েছে কালির দাগ।

শুধু ভোটগ্রহণ কেন্দ্র নয়, তার আশেপাশেও নিরাপত্তার কড়াকড়ি ছিল। বুথের ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বাইরে রাজ্য পুলিশকে দেখা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল চলে বিভিন্ন জায়গায়। সকাল থেকে মোটামুটি নির্বিঘ্নেই চলে ভোটগ্রহণ। উল্লেখ্য, ডায়মন্ড হারবারের চারটি বুথে পুনর্নির্বাচনেও ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। দু'দফায় যে রেকর্ড ভোটদান দেখা গিয়েছিল, পুনর্নির্বাচনেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনে কারচুপির একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। তারপরেই বড় সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। কোথাও কোথাও নির্বাচন চলাকালীন কিছুক্ষণের জন্য ওয়েব কাস্টিং ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। কোথাও কোথাও আবার অভিযোগ ওঠে, একটা দল ছাড়া অন্য কোনও দলকে ভোট দেওয়া যাচ্ছে না। কোথাও আবার ইভিএমের বাটনে টেপ লাগানো রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। আর এই সমস্ত অভিযোগ শোনার পরে, বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

গণনা-কর্মী বিতর্কে শীর্ষ আদালতে আর্জি খারিজ

নির্দেশের 'ভুল ব্যাখ্যা', দাবি সিব্বলের

নয়াদিল্লি, ২ মে: ভোটগণনার ঠিক আগে আদালতে বড়সড় ধাক্কা খেল তৃণমূল। গণনাকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী নিয়োগ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে যে মামলা করা হয়েছিল, তা খারিজ করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। একইসঙ্গে বিচারপতিদের স্পষ্ট নির্দেশ, 'নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা যথাযথভাবে মানতে হবে।'

শুনানিতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়, কেন এই নিয়োগ নিয়ে দলগুলিকে আগাম কিছু জানানো হয়নি। আইনজীবীর দাবি, 'প্রতিটি টেবিলে রাজ্যের কর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।' যদিও বিচারপতির পাল্টা জিজ্ঞাসা, 'কোন নিয়মে বলা আছে যে রাজনৈতিক দলকে জানাতেই হবে?'

আদালত আরও জানায়, গণনার দায়িত্বে কাদের রাখা হবে, তা সম্পূর্ণ কমিশনের এখতিয়ার। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'সবাই সরকারি কর্মচারী হলে আপত্তির কারণ কী?' কমিশনের পক্ষ থেকেও জানানো হয়, পুরো প্রক্রিয়া নির্ধারিত বিধি মেনেই চলছে এবং নজরদারির ব্যবস্থাও রয়েছে। এর আগে উচ্চ আদালত একই মামলায় হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিল। সেই সিদ্ধান্ত বহাল রেখেই শীর্ষ আদালতের এই রায়।

এদিকে, কমিশনের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের 'ভুল ব্যাখ্যা' করা হচ্ছে, আর্জি খারিজ হয়নি তৃণমূলের, এমন দাবি করেছেন কপিল সিব্বল। তৃণমূলের আইনজীবীর বক্তব্য, প্রথমে ওই বিজ্ঞপ্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু পরে ওই বিজ্ঞপ্তিরই সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের দাবি তুলেছিলেন তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টও কমিশনকে সেই নির্দেশই দিয়েছে বলে জানান সিব্বল।

ভোট গণনার কাজে নিযুক্ত কাউন্টিং সুপারভাইজার এবং কাউন্টিং অ্যাসিসট্যান্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী হতে পারেন। আবার রাজ্য সরকারেরও কর্মী হতে পারেন। কমিশনের বিজ্ঞপ্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শনিবার এই নির্দেশই দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগে এই সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল। সেখানে রাজ্যের শাসকদলের দাবি ছিল, কমিশনের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি ত্রুটিপূর্ণ। ওই বিজ্ঞপ্তিটি থাকাই উচিত নয় বলে হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিল তারা।

শনিবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পরে সিব্বল বলেন, 'ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, বিভিন্ন সূত্র থেকে কমিশনের কাছে খবর এসেছে, ভোট চলাকালীন বুথগুলিতে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। সেই কারণে কমিশন প্রত্যেক বুথে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে একজন করে কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিক নিয়োগ করবে।' এ বিষয়ে প্রথমে হাইকোর্টে শাসকদলের বক্তব্য ছিল, প্রত্যেক বুথে ইতিমধ্যে একজন করে 'মাইক্রো অবজার্ভার' রয়েছেন। তিনি মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি বলেই দাবি তৃণমূলের। পাশাপাশি প্রত্যেক বুথে সব রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্ট এবং নির্বাচনী এজেন্ট থাকেন। এ ছাড়া 'পোলিং সুপারভাইজার'ও থাকেন।

সিব্বলের বক্তব্য, ওই সময়ে হাইকোর্ট জানিয়েছিল কমিশনের সিদ্ধান্ত এবং বিজ্ঞপ্তিই সঠিক। সেই নির্দেশের পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল। রাজ্যের শাসকদলের আইনজীবীর বক্তব্য, ওই সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাঁরা বিজ্ঞপ্তিটিকে চ্যালেঞ্জ করবেন না। বরং, বিজ্ঞপ্তিটি যাতে যথাযথ ভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়, সেই আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।

আগ্নেয়াস্ত্রর ছবিতে সাসপেন্ড কালীঘাটের ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাট থানার ওসি গৌতম দাসকে সাসপেন্ড করল লালবাজার। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হল চামেলি মুখোপাধ্যায়কে। শনিবার গৌতমকে নিলম্বিত করে কলকাতা পুলিশ। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি স্টেটাস দিয়ে বিতর্কে জড়ান গৌতম। শুক্রবার রাতে ওই ছবিকে 'আপত্তিকর' বলে দাবি করে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তৃণমূল।

তৃণমূলের তরফে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গিয়েছে যে, একটি অত্যাধুনিক বন্দুক হাতে থানায় নিজের চেয়ারে বসে রয়েছেন গৌতম। তার পরনে পুলিশের উর্দি। গৌতম নিজেই ফেসবুক এবং হোয়াট্সঅ্যাপ স্টেটাসে সেই ছবি পোস্ট করেন বলেও দাবি করে তৃণমূল। সেই ছবি নিয়েই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ ওঠে, নির্বাচনের আবহে ওই ধরনের ছবি নিরপেক্ষতা ও আচরণবিধি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

লালবাজার সূত্রে খবর, ওই বন্দুক কাণ্ডের জেরেই গৌতমকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এছাড়াও কালীঘাট থানার ওসির হাতে যে ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে, তা তাঁর জন্য আদৌ বরাদ্দ করা হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তৃণমূল।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফার ভোটের মুখে কালীঘাট থানার ওসি বদলে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তবে তার আগে গত ২৯ মার্চ কালীঘাট থানার ওসি এক দফা বদল করা হয়েছিল। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের উৎপল ঘোষকে কালীঘাট থানার ওসি করে আনা হয়েছিল। সেই নিয়োগের এক মাসের মধ্যেই উৎপলকে সরিয়ে দেয় কমিশন। তাঁর জায়গায় কালীঘাট থানার নতুন ওসি করা হয়েছিল গৌতমকে। তিনি কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে ছিলেন। এ বার সেই গৌতমকে সাসপেন্ড করা হল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

সন্ধান চাই

আমি দিলীপ সরকার, পিতা - অনিল সরকার, ঠিকানা - শিমুলতলা বলির মাঠ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া,গত ০২-০২-২০১৫ তাং আমার মা মমতা সরকার বর্ধমান মেমারী থেকে নিখোঁজ হন, ফর্সা, ৪'১১'' হাইট,পরনে ছিল হলুদ শাড়ী, আমি Memari Police Station এ G.D.E. করি যাহার নং 875 তাং ১৫/০২/২০১৫, যদি কোন ব্যক্তি তার খোঁজ পেয়ে থাকেন তাহলে 9091187472 এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Sujay Maity** S/o. Mintu Maity গত ইংরাজীর 2024 সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া **Sujay Maity** হইতে **Sk Saheb** নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 14/01/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে 1227 নং এফিডেভিট বলে আমি **Sk Saheb** ও **Sujay Maity** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী শীলা দেবী, স্বামী- শ্রী অনিল যাদব। সাং ২৬, চম্পাখাল লেন, রিষড়া, পোঃ ও থানা- রিষড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১১২৪৮। বিগত ইং ০৩/০৪/২০২৪ সালে চন্দননগর সাব রেজিস্ট্রিকৃত ৪০১১০১ নং সাব বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে মৌজা- বিঘাটী, জে.এল.নং - ১১৪, এল.আর খতিয়ান ৬০৮ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর. ৪১৫৫ নং দাগে ১ কাঠা ৮ ছটাক বা ০.০২৪ সহঃ কলা বাগান বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে ক্ষরিদ করিয়াছেন। যাহার বিক্রেতা মালতী শঙ্কর মান্না, সঙ্গীতা শঙ্কর মান্না, সুপর্ণা শঙ্কর মান্না। উক্ত দলিলে মালতী মান্না দীং ধীরাজ কুমার সিং পিতা শিউনারায়ণ সিং কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার নং I-০০১৪১ তাং ১৭.০১.২০২৪, যাহা এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রি হয়। উক্ত আমমোক্তারটি অদ্যাবধি বলবৎ রহিয়াছে। উক্ত দলিলের নাম পরিবর্তন হইবে। কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এবং এল.আরও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।
Sk Samiruddin, Advocate
Chandannagar Court

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ক্ষুদিরাম কেন্দ্রে বচসা, পুলিশি ভূমিকায় প্রশ্ন বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র এলাকায় ভোটের আবহে শনিবার হঠাৎই চড়ল রাজনৈতিক পারদ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিরোধী প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী অভিযোগ তুললেন শাসকদল ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, আমি এই কেন্দ্রের প্রার্থী, অথচ আমাকে ঢুকতেই বাধা দেওয়া হচ্ছে। বারবার এসে স্লোগান দিচ্ছে ওরা, চিৎকার করছে। পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, আমরা এলেই উল্টে আমাদের বিরুদ্ধেই স্লোগান উঠছে। কেন আমরা আসতে পারব না? পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ গোপন রাখেননি পূর্ণিমা। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ আমাদেরই সরে যেতে বলছে। অন্য পক্ষ যখন

জমায়েত করছে, তখন তো কোনও পদক্ষেপ নেই। শুধু ঘটনাস্থলেই নয়, শ্যামপুকুর কেন্দ্রেও ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন তিনি। শাসকদলকে কটাক্ষ করে বলেন, হারার ভয়েই ওদের এই অস্থিরতা। মানুষ ইতিমধ্যেই রায় দিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগ তোলেন, বিক্ষোভের নামে দলীয় লোক এনে গালিগালাজ করানো হচ্ছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত পক্ষ এখনও প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। রাজনৈতিক মহলের মতে, ফল ঘোষণার আগে এমন বাক্যবাণই স্পষ্ট করছে, লড়াই কতটা স্নায়ুচাপে আবদ্ধ।

সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন উত্তর হাওড়া, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: উত্তর হাওড়ায় বৃষ্টির জলে নাজেহাল জনজীবন। এ নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে পড়ল এলাকার জল নিকাশি ব্যবস্থা। সামান্য বৃষ্টিতেই ফের জলমগ্ন হয়ে পড়েছে উত্তর হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। দীর্ঘদিনের এই সমস্যায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে লিলুয়ার মীরপাড়া এলাকায় হাঁটু সমান জল জমে থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, এই দুর্ভোগ নতুন নয়। বছরের পর বছর বর্ষা এলেই একই ছবি ফিরে আসে, অথচ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। বৃষ্টি হলেই রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ে, বাধ্য হয়ে সেই নোংরা জল মাড়িয়েই নিত্যদিনের কাজে বেরোতে হয় সকলকে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছে স্কুলপড়ুয়ারা। বইখাতা নিয়ে জল ভেঙে স্কুলে যেতে গিয়ে প্রায়ই বিপাকে পড়তে হচ্ছে তাদের। শুধু মীরপাড়া নয়, উত্তর হাওড়ার সীতানাথ বোস লেন-সহ একাধিক এলাকাতেও একই চিত্র। কোথাও কোথাও আবার জল ঢুকে পড়ছে বাড়ির ভিতরেও। ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কার্যত ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, নিকাশি ব্যবস্থার চরম দুর্বলতাই এই সমস্যার মূল কারণ। অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে থাকে প্রায় এক সপ্তাহ। ভারী বৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই জল নামতে সময় লাগে ১০ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এখনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি বলেই অভিযোগ।

এদিকে, পুরসভা সূত্রে খবর, গত বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন রাতের বৃষ্টির জেরে একাধিক এলাকায় জল জমে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৮টি পাম্প চালানো হয়। অনেক জায়গায় জল নামানো সম্ভব হলেও এখনও কিছু নিচু এলাকায় জল জমে রয়েছে। সেখানে অতিরিক্ত পাম্প বসিয়ে জল নিষ্কাশনের কাজ চলছে। উল্লেখ্য, মীরপাড়া এলাকা বালি পুরসভার অন্তর্গত হলেও উত্তর হাওড়া এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সামগ্রিক জলনিকাশি সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। তবে কবে মিলবে দীর্ঘস্থায়ী সমাধান, সেই প্রশ্নেই উদ্বিগ্ন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে মে দিবসে উত্তর কলকাতায় সামাজিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মে দিবস উপলক্ষে উত্তর কলকাতায় মানবিক উদ্যোগের নজির গড়লেন আইএনটিটিইউসি নেতা স্বপন সমাদ্দার। তাঁর উদ্যোগে শুক্রবার ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত হল রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচি।

সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া শিবিরে এলাকার বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।

উত্তর কলকাতা জেলা আইএনটিটিইউসি-র ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কলকাতার আইএনটিটিইউসি সভাপতি স্বপন

সমাদ্দার সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। গোটা অনুষ্ঠানের পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ধর্মতলা স্ট্রিট হকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জু রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

বীজপুরে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলার অভিযোগে ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলার অভিযোগে ধৃত অভিযুক্ত। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের শরৎপল্লি এলাকায়। ধৃত যুবক রাহুল বিশ্বাস এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবেই পরিচিত। অভিযোগ, ওইদিন বিকেলে স্থানীয় যুবক রাহুল বিশ্বাস মদ্যপ অবস্থায় চড়াও হয় বিজেপি কর্মী অনিমেষ হাজরার বাড়িতে।

দরজায় লাথি মারার পাশাপাশি অভিযুক্ত যুবক অনিমেষের মোটর বাইক ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। ওইদিন রাতেই বীজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই পুলিশ অভিযুক্ত রাহুল বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনা নিয়ে অনিমেষ হাজরার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী সুজাতা হাজরা জানান, শুক্রবার বিকেলে আচমকা মদ্যপ অবস্থায় হানা দেয় এলাকার যুবক রাহুল বিশ্বাস। দ্বিতীয় দফার ভোটে বীজপুর কেন্দ্রের ১৯৪ নম্বর পার্টে তাঁর ননদের ছেলে বিজেপির বুথ এজেন্ট হিসেবে বুথে বসেছিল। সেই আক্রোশেই তৃণমূল কর্মী রাহুল বিশ্বাস এসে ননদের ছেলের খোঁজ করতে থাকে। তাঁর অভিযোগ, ওকে না পেয়ে রাহুল গালিগালাজ করে বাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং মোটর বাইক ভাঙচুর করে। সুজাতা দেবী জানান, প্রাণের ভয়ে তিনি রান্না ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে গিয়েও ওই যুবক তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বীজপুর থানার পুলিশ। যদিও অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওইদিন রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনা নিয়ে বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, পরাজয় নিশ্চিত জেনে মমতা ব্যানার্জি এখন দলীয় কর্মীদের উস্কানি দিচ্ছেন। বিজেপির এজেন্টদের ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে, যাতে তাঁরা গণনা কেন্দ্রে হাজির না হয়। সুদীপ্তের দাবি, তৃণমূলের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে ৪ঠা মে দলীয় এজেন্টরা গণনা কেন্দ্রে হাজির হবেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩রা মে, ১৯শে বৈশাখ। রবি বার । দ্বীতিয়া তিথি, জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র ও, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে চতুষ্পাদ, সকাল ৫/৫৭ পরে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ।মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দিবস)

স্ট্রং রুম ঘিরে কড়াকড়ি, ২০০ মিটারে 'জমায়েতে' নিষেধাজ্ঞা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হতেই নজর এখন গণনার আগে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতির নিরাপত্তায়। সেই প্রেক্ষিতেই কড়া পদক্ষেপ নিল শহর পুলিশ। স্ট্রং রুমগুলির চারপাশে ২০০ মিটারের মধ্যে জমায়েত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছেন, ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ বহাল থাকবে। উদ্দেশ্য একটাই; কোনও রকম বিশৃঙ্খলা বা উত্তেজনা যাতে না ছড়ায়। প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখা হবে না, সব দিকেই কড়া নজর রয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জমায়েত, মিছিল বা বিক্ষোভ; সবই নিষিদ্ধ। পাশাপাশি লাঠি, আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা দাহ্য বস্তু নিয়ে ওই এলাকায় প্রবেশ করলেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীরা এই নিয়মের বাইরে

থাকবেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যুক্ত হয়েছে নতুন প্রযুক্তিও। গণনাকেন্দ্রে প্রবেশের জন্য চালু হচ্ছে বিশেষ কিউআর সংকেতযুক্ত পরিচয়পত্র। এতে অননুমোদিত প্রবেশের সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে বলে প্রশাসনের দাবি। শহরের বিভিন্ন থানায় ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন রয়েছে পাহারায়। সব মিলিয়ে ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয় প্রশাসন; এমনই স্পষ্ট বার্তা মিলছে।

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে বচসা ঘিরে নতুন বিতর্ক, কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গণনার প্রাক্কালে উত্তর কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রকে ঘিরে নতুন বিতর্কে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। পোস্টাল ব্যালট বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় নিয়মভঙ্গের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক নালিশ জানিয়েছে তৃণমূল। দলের দাবি, প্রার্থী বা এজেন্টদের উপস্থিতি ছাড়াই পোস্টাল ব্যালটের খাম বাছাই হয়েছেদ, যা নির্বাচন বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়েছে, এটি সম্পূর্ণ বেআইনি এবং স্বচ্ছতার পরিপন্থী। শাসক দলের এক শীর্ষ নেতা জানান, সংশ্লিষ্ট ঘটনার দৃশ্য নথিভুক্ত করে কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু একটি কেন্দ্র নয়, রাজ্যের অন্যত্রও একই ধরনের গাফিলতির ইঙ্গিত মিলছে বলে দাবি শাসকদলের। তাদের বক্তব্য, এই ধরনের ঘটনা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। দ্রুত তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। এদিকে, ইভিএম সংরক্ষণ ঘিরে উত্তেজনাও ছড়িয়েছে কেন্দ্রের বাইরে। অভিযোগ উঠেছে সন্দেহজনক যাতায়াতের।

ভোটগণনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি শশী পাঁজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটগণনায় স্বচ্ছতার দাবি জানালেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, গত পরশু যে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল তা হল, যেখানে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের বসার অনুমতি রয়েছে, তার বাইরে বসানো ক্যামেরাগুলো থেকে স্ট্রং রুমের দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। ১৭ নম্বর ক্যামেরা থেকে দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের স্ট্রং রুমের সামনের করিডোরে কিছু কার্যকলাপ চলছিল। আমরা সেই করিডোরে কিছু কার্যকলাপ দেখেছি, কিন্তু ঠিক কী ঘটছিল সে সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের জানানো হয়নি। যেহেতু সেখানে কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য উপস্থিত ছিলেন না, তাই সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আমরা স্বচ্ছতার বিষয়টি উত্থাপন করছি; এই কার্যকলাপ চলাকালীন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কেন জানানো হয়নি বা তাঁরা কেন উপস্থিত ছিলেন না?

সাইকেলে কেরামতি...ময়দানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

রক্তপাতহীন ভোটের নয়া নজির বঙ্গে, 'নীরব ভোটারদের' আস্থায় কি বদলে যাবে রাজনৈতিক সমীকরণ?

দেবাশিস দে, কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে গত কয়েক দশক ধরে 'ভোট' মানেই ছিল এক আতঙ্কের নাম। মারামারি, বুথ দখল আর মৃত্যুমিছিল; এই চেনা ছবিই যেন বঙ্গ রাজনীতির দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গেল এক আমূল পরিবর্তন। ন্যূনতম বল প্রয়োগ, অধিকতম সংযম এই নীতি অবলম্বন করে এবারের নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গকে উপহার দিল এক নজিরবিহীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রশাসনের কঠোর নজরদারি আর সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ আগামীর এক নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অতীতের নির্বাচনগুলিতে জেলায় জেলায় ভোট লুঠের যে অভিযোগ উঠত, এবার তা প্রায় অনুপস্থিত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে রাজ্যজুড়ে তেমন কোনো বড় অশান্তির খবর মেলেনি। এই পরিবর্তনের নেপথ্যে মূল কারিগর হিসেবে দেখা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের 'জিরো টলারেন্স' নীতিকে। সংবেদনশীল বুথগুলিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন, দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ; এই ত্রিহস্পর্শেই কার্যত দমে গিয়েছে দুষ্কৃতী বাহিনী। রাজ্য পুলিশের সক্রিয়তা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়াকড়িতে ভোটারদের মধ্যে যে আস্থার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার প্রতিফলন ঘটেছে ভোটদানের হারে। পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রায় ৯২ শতাংশ ভোটগ্রহণ প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষ ভয় কাটিয়ে বুথমুখী হয়েছেন। বিশেষ করে 'নীরব ভোটার' বা যাঁরা গোলমালের ভয়ে এতদিন বাড়িতেই থাকতেন, তাঁদের এই বিপুল অংশগ্রহণ এবারের নির্বাচনে সবথেকে বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছে।

এবারের নির্বাচনে কমিশনের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিতর্কিত বুথে দ্রুত পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত এবং নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে কমিশন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিল যে, কোনো প্রকার কারচুপি বরদাস্ত করা হবে না। বিশ্লেষকদের একাংশ

মনে করছেন, এই কঠোরতা না থাকলে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই পরিবর্তন সম্ভব হত না। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা একে কেবল প্রশাসনিক সাফল্য নয়, বরং রাজনৈতিক সংস্কৃতির উত্তরণ হিসেবেও দেখছেন। এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বিজেপির দীর্ঘদিনের 'সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের' দাবি এবার বাস্তবে রূপ পেয়েছে। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের দাবি, ভয়মুক্ত পরিবেশে সাধারণ মানুষ নিজেদের মত প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যদি ভোট অবাধ হয়, তবে তার সরাসরি সুবিধা পেতে পারে বিজেপি। কারণ, ভয়ের সংস্কৃতিতে যারা ভোট দিতে পারতেন না, সেই শ্রেণির মানুষের ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা এবার প্রবল। তাঁদের মতে, এই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রকৃত জনমত সামনে নিয়ে আসবে, যা রাজ্যের ক্ষমতার অলিন্দে বড়সড় রদবদল ঘটালেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। রক্তপাতহীন ভোট যে পশ্চিমবঙ্গেও সম্ভব, তা এই নির্বাচন প্রমাণ করে দিল। কড়া প্রশাসন এবং নিরপেক্ষ নজরদারি থাকলে গণতন্ত্র যে কতটা শক্তিশালী হতে পারে, এবারের বিধানসভা নির্বাচন তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের দাবি ভোট পরবর্তী সময়েও যেন এই শান্তির শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এখন দেখার, এই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার আবহে ইভিএম বন্দি হওয়া জনমত কোন দিকে যায়। পরিবর্তনের এই হাওয়া কি শাসকদলের আসন রক্ষা করবে, নাকি বিরোধী শিবিরের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দেবে; তার উত্তর মিলবে ফলাফল প্রকাশের দিনেই। তবে আপাতত জয় হয়েছে গণতন্ত্রের।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩ মে ২০২৬, ১৯ বৈশাখ ১৪৩৩, রবিবার

অহিংসার বার্তা রাজ্যপালের

■ ভোট মিটতেই রাজ্যের নানা প্রান্তে উত্তেজনার খবর সামনে আসছে। এই আবহে শান্তির বার্তা দিলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। তিনি স্পষ্ট জানালেন, সংঘাতের পথ নয়, সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে অহিংসার মাধ্যমেই। রাজ্যপালের কথায়, হিংসার বিষের কোনও জায়গা নেই। আমরা দেখছি পরিবর্তন হচ্ছে। তাঁর মতে, যে কোনও বিরোধ বা মতভেদ শক্তি প্রয়োগে নয়, বরং সংযম ও আলোচনার মাধ্যমেই মেটানো উচিত। তিনি আরও বলেন, সমস্যার সমাধান হিংসার পথে সম্ভব নয়। অহিংসার পথেই এগোতে হবে। ভবিষ্যতের দিকেও ইঙ্গিত করে রাজ্যপাল জানান, দেশের অগ্রগতিতে প্রত্যেক নাগরিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এমন এক সময়ের দিকে এগোচ্ছি, যখন আমাদের দেশ বিশ্বকে পথ দেখাবে, মন্তব্য তাঁর। ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষের অভিযোগ উঠলেও প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় রাজ্যপালের এই বার্তা রাজনৈতিক মহলেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজেপি কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ

■ ভোট পর্ব মিটতেই এখন নজর গণনা ঘিরে প্রস্তুতিতে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যজুড়ে নিজেদের সংগঠনকে আরও সক্রিয় করতে উদ্যোগী হয়েছে বিজেপি। গণনার দিন যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে, সে জন্য কর্মী ও প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করেছে গেরুয়া শিবির। শিলিগুড়ি ও মালদায় পৃথক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব। বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের গণনাকর্মীদের নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিজেপি নেতা শঙ্কর ঘোষ বলেন, এটি সম্পূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। ভোটের পরবর্তী দায়িত্ব কী ভাবে পালন করতে হবে, তা নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের একাধিক সাংগঠনিক অঞ্চলে ধারাবাহিক ভাবে এই ধরনের কর্মশালা চলবে। প্রতিটি অঞ্চলে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদা করে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ভোটের পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় স্ট্রং রুম ঘিরে অভিযোগ-পালটা অভিযোগ সামনে আসছে। সেই আবহেই সতর্ক রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। বিজেপির লক্ষ্য, গণনার দিন প্রতিটি পর্যায়ে নজরদারি বজায় রাখা। সব মিলিয়ে স্পষ্ট, ফল ঘোষণার আগে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ গেরুয়া শিবির। সংগঠনের ভিত আরও মজবুত করে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে চাইছে তারা।

ভিজল মহানগর

■ বৈশাখের দাবদাহে ক্লান্ত শহরে আচমকা স্বস্তির পরশ। শনিবার সন্ধ্যা নামতেই আছড়ে পড়ল বৃষ্টি। আবহাওয়াবিদদের ব্যাখ্যা, গাঙ্গেয় অঞ্চলের উপর সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত অক্ষরেখার জোড়া প্রভাবে এই পরিবর্তন। তাঁদের কথায়, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে, ফলে বজ্রসহ বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শনিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। দুই বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ থেকে দুই চব্বিশ পরগনা; বেশিরভাগ জায়গাতেই হালকা থেকে মাঝারি বর্ষণ হয়েছে। সঙ্গে দমকা হাওয়া, যার বেগ ঘণ্টায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার ছিল। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে সোমবার নাগাদ ঝড়ের তীব্রতা বাড়ার আশঙ্কা। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা, কোথাও কোথাও হাওয়ার গতি ষাট কিলোমিটার ছুঁতে পারে। উত্তরবঙ্গেও পরিস্থিতি কম নাটকীয় নয়। পাহাড় ও ডুয়ার্সের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি রয়েছে। গণনার দিন সামনে, ফলে এই বৃষ্টিই নতুন চিন্তার কারণ। তবে আপাতত তপ্ত গ্রীষ্মে এই হাওয়া-বৃষ্টিই স্বস্তির বার্তা এনে দিয়েছে শহরবাসীর কাছে।

শহরজুড়ে নজরদারি চাই, পুরসভায় উঠল ক্যামেরা বসানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা; এবার শহরজুড়ে কড়া নজরদারির প্রস্তাব উঠল কলকাতা পুরনিগমের অধিবেশনে। নির্বাচনে চিত্র ধারণ ব্যবস্থার সুফল তুলে ধরে নাগরিক নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি জানালেন এক পুর প্রতিনিধি। অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রূপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, জল, স্বাস্থ্য বা রাস্তার মতো পরিষেবায় আমরা এগিয়েছি, কিন্তু নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ এখন সময়ের দাবি। তাঁর মতে, শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনবহুল এলাকায় উন্নত মানের নজরদারি যন্ত্র বসানো জরুরি। তিনি আরও দাবি করেন,

বিশ্বের বহু উন্নত শহরে এই ব্যবস্থা অপরাধ রোধে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের শহরেও সেই পথেই হাঁটা উচিত। একই সঙ্গে প্রতিটি ওয়ার্ডে পরিকল্পিতভাবে এই ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব দেন তিনি। প্রতিটি ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে ক্যামেরা বসিয়ে স্থানীয় পুলিশ ও পুরসভার মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানের একটি সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এতে কলকাতাকে একটি স্মার্ট ও নিরাপদ শহর হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

জাতীয় অপরাধ নথিভুক্তি ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী কলকাতা দেশের অন্যতম নিরাপদ শহর। তবু ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যদিকে শহরের প্রশাসনিক প্রধান ফিরহাদ হাকিম বলেন, অপরাধ পরিসংখ্যান বলছে, এই শহর যথেষ্ট নিরাপদ। ইতিমধ্যেই বহু স্থানে নজরদারি ব্যবস্থা রয়েছে, ভবিষ্যতে তা আরও বাড়ানো হবে। নির্বাচন-পরবর্তী আবহে এই প্রস্তাব শহরের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন বিতর্কের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ভোট মিটতেই তদন্তের মুখে সুজিত, ৯ ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটপর্ব শেষ হতেই ফের চাপে তৃণমূলের এক প্রভাবশালী মুখ। সুজিত বসু শুক্রবার সকালে হাজিরা দিলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর দপ্তরে। সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁর উপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শুরু হয়েছে জল্পনা। পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে ডাকা হচ্ছিল। তবে নির্বাচনী ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে বারবার সময় চেয়েছিলেন তিনি। শেষমেশ আদালতের নির্দেশে নির্দিষ্ট দিনেই হাজিরা দিতে হল তাঁকে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুত্র সমুদ্র বসুও। জানা গিয়েছে, নির্ধারিত সময়েই দপ্তরে পৌঁছন তিনি, সঙ্গে ছিলেন ঘনিষ্ঠজন ও আইনজীবীরা। ৯ ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ।

প্রবেশের সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নে সুজিতের সংক্ষিপ্ত জবাব, যা নথি প্রয়োজন, সব সঙ্গে রয়েছে। তাঁর হাতে একাধিক কাগজপত্রও দেখা যায়, যা মূলত আদালতের নির্দেশ সংক্রান্ত বলেই দাবি। সুজিত বলেন, আমার দুটো রেস্তোরাঁ আছে,

সেটা সবাই জানেন। ব্যবসা করাটা অপরাধ নয়, চুরি করাটা অপরাধ। গাড়িতে ওঠার আগে আত্মবিশ্বাসীর সুরে বলেন, আমরা জিতব, সরকার আমরাই গড়ব। তদন্তের সূত্রপাত বেশ কিছু বছর আগে অন্য এক মামলার সূত্র ধরে। সেই সূত্রেই উঠে আসে পুর নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ, যা ক্রমশ বড় আকার নেয়। ইতিমধ্যেই একাধিকবার তল্লাশি ও নোটিসের পর এদিন সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়লেন তিনি। ফল ঘোষণার আগে এই হাজিরা রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এখন নজর, জিজ্ঞাসাবাদে কী তথ্য সামনে আসে এবং তার প্রভাব কতদূর গড়ায়। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক দিনের মধ্যে পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুজিতকে একাধিকবার তলব করেছিল ইডি।

ভোটে কড়া নিরাপত্তা, খরচের চাপে রাজ্যের কোষাগার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভূতপূর্ব নিরাপত্তার আবরণে এবারের বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হলেও তার আর্থিক অভিঘাত এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে নজিরবিহীন পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং ভারী সাঁজোয়া গাড়ির ব্যবহার রাজ্যের কোষাগারের উপর বিপুল চাপ তৈরি করেছে। প্রশাসনিক মহলের এক কর্তার কথায়, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে ব্যয়ের অঙ্ক অনেকটাই প্রত্যাশার বাইরে চলে গিয়েছে। জানা যাচ্ছে, একশোরও বেশি সাঁজোয়া যান রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে টহল দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের গাড়ির জ্বালানি খরচ অত্যন্ত বেশি; প্রতি লিটার তেলে খুব সামান্য পথই অতিক্রম করা যায়, বলছেন এক আধিকারিক।

এই যানগুলি দূরবর্তী কাশ্মীর থেকে আনা হয়েছে। যাওয়া-আসা মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়েছে প্রতিটি গাড়িকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টহলদারি ও রুটমার্চের অতিরিক্ত দূরত্ব। ফলে শুধুমাত্র জ্বালানি বাবদ ব্যয়ই কয়েক কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে বলে অনুমান। এতেই শেষ নয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যাও পূর্বানুমানের তুলনায় অনেক বেড়েছে। যেখানে প্রথমে প্রায় বারোশো কোম্পানির হিসাব ধরা হয়েছিল, সেখানে শেষপর্যন্ত সংখ্যা পৌঁছেছে আড়াই হাজারের কাছাকাছি। উপরন্তু, নির্বাচনী ভাতাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। এক আধিকারিকের কথায়, সংখ্যা বাড়া আর ভাতা বৃদ্ধি; দুই মিলিয়ে দৈনিক খরচ দ্রুত বেড়ে চলেছে। ভোট-পরবর্তী সময়েও অতিরিক্ত বাহিনী রাখার সিদ্ধান্তে ব্যয়ের চাপ আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক মহল। ফলে নতুন সরকারকে ক্ষমতায় এসেই এই বিপুল আর্থিক বোঝা সামলানোর কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে।

ভোট শেষে থামেনি দৌড়, গণনার আগে ব্যস্ত প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হলেও রাজ্যের রাজনৈতিক ময়দানে বিরাম নেই। প্রচারের কোলাহল থেমেছে ঠিকই, কিন্তু এখন প্রার্থীদের দিন কাটছে গণনার প্রস্তুতি আর ইভিএম পাহারায়। বরাহনগরের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ খানিক স্বস্তির সুরে বলেন, অনেক দিন পর দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়েছি। ভোর পর্যন্ত কাজ ছিল, তাই শরীর আর সায় দিচ্ছিল না। তবে বিশ্রামের ফাঁকেও সন্ধ্যায় দলীয় বৈঠকে যোগ দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে রাসবিহারীর তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমার স্পষ্ট জানালেন, গণনা না হওয়া পর্যন্ত অবসরের প্রশ্নই নেই। কাজ চালিয়ে যেতে হবে। একই সুর বেহালা পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ-র গলাতেও; রোগী দেখা আর সংগঠনের কাজ, দুটোই সমান জরুরি। মানিকতলায় তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পান্ডে অসুস্থ শরীর নিয়েও সক্রিয়। তাঁর কথায়, উচ্চ জ্বর নিয়েই কাজ করছি, ইভিএম নিয়ে গাফিলতি হলে চলবে না। ভাঙড়ে আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকি দিনভর স্ট্রং রুমের সামনে অবস্থান করেন। পালটা তৃণমূলের শওকত মোল্লা জানান, গণনার আগে অনেক খুঁটিনাটি প্রস্তুতি থাকে, সেগুলোই গুছিয়ে নিচ্ছি। কলকাতা পোর্টের প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম মন্তব্য করেন, রাজনীতিতে অবসর বলে কিছু নেই।দ একইভাবে সিপিএমের বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, ভোট শেষ মানেই কাজ শেষ নয়, দায়িত্ব চলছেই। সব মিলিয়ে স্পষ্ট, ফল ঘোষণার আগে রাজনীতির চাকা এক মুহূর্তও থামছে না।

ফোনে হঠাৎ সতর্কবার্তা, নতুন ব্যবস্থায় চমকে উঠল কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সকালের নিস্তব্ধতা ভেঙে আচমকা কেঁপে উঠল হাজার হাজার মোবাইল। তীক্ষ্ণ সতর্কধ্বনিতে চমকে উঠলেন কলকাতা-সহ দেশের বহু মানুষ। পর্দায় ভেসে উঠল এক গুরুতর সতর্কবার্তা। আতঙ্ক ছড়ালেও পরে স্পষ্ট হল;এটি আসলে কেন্দ্রের নতুন বিপর্যয় সতর্কতা ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, জরুরি পরিস্থিতিতে নাগরিকদের দ্রুত সতর্ক করতে এই প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে পাঠানো হয় এই বার্তা। কলকাতার এক বাসিন্দার কথায়, হঠাৎ ফোন বেজে উঠতেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, পরে বুঝলাম এটি মহড়া।

এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিশেষ সংকটে সরাসরি মানুষের হাতে পৌঁছে যাবে প্রয়োজনীয় তথ্য। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বক্তব্য, নাগরিকদের কাছে আগাম বার্তা পৌঁছলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমানো সম্ভব।

> সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, জরুরি পরিস্থিতিতে নাগরিকদের দ্রুত সতর্ক করতে এই প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে পাঠানো হয় এই বার্তা।

দেশীয় প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা এই ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ জনসুরক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে হঠাৎ সতর্কবার্তা পেয়ে অনেকেই প্রথমে বিভ্রান্ত হয়েছেন। এক তরুণীর অভিজ্ঞতা, কী হয়েছে বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ আতঙ্কে ছিলাম। যদিও প্রশাসনের আশ্বাস, ভবিষ্যতে এই বার্তাই বিপদের মুহূর্তে জীবনরক্ষার হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

স্ট্রংরুম ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গণনার আগে ভবানীপুরের স্ট্রংরুম ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আচমকা স্ট্রংরুমে যাওয়া নিয়ে কড়া আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সামাজিক মাধ্যমে শুভেন্দু দাবি করেন, ভবানীপুরের ভোটারদের আশ্বস্ত করছি, কোনও রকম বাড়তি সুবিধা নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর আরও বক্তব্য, উনি যতই চেষ্টা করুন, নিয়ম বহির্ভূত কিছু করতে পারেননি। পাশাপাশি তিনি

জানান, আমাদের এজেন্ট সূর্যনীল দাস উপস্থিত থেকে কড়া নজরদারি করেছেন, যাতে কোনও অসৎ উপায় নেওয়া না যায়।

এর পালটা, মমতা অভিযোগ তোলেন ভোট প্রক্রিয়ায় অনিয়মের। তাঁর কথায়, পোস্টাল ব্যালট এদিক-ওদিক করা হচ্ছে। এটা উদ্বেগজনক। তিনি দলীয় কর্মীদের স্ট্রংরুম পাহারার নির্দেশ দেন। যদিও নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগ মানেনি, তবু ইভিএম ইস্যুতে দুই পক্ষের সংঘাত চরমে। ভোটের ফল ঘোষণার আগে পরিস্থিতি যে আরও উত্তপ্ত হতে পারে, তা স্পষ্ট।

কড়া নিরাপত্তায় মোড়া ভবানীপুরের গণনাকেন্দ্র সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল। ছবি: অদিতি সাহা

ক্ষমতায় এলে 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ, আদালতের খরচ নিয়ে তৃণমূলকে শমীকের তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটগণনার আগে রাজ্য রাজনীতিতে আক্রমণের ঝাঁজ আরও বাড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। গণনাপ্রক্রিয়া নিয়ে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে শাসকদলের বিরুদ্ধে আর্থিক স্বচ্ছতার প্রশ্ন তুললেন তিনি। তাঁর সাফ বার্তা, ক্ষমতায় এলে গত কয়েক দিনে আদালতসংক্রান্ত খরচের পূর্ণ হিসাব জনসমক্ষে আনা হবে। শমীক বলেন, ওই মামলার জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে, আমরা সরকারে এসে জানাব। আপনাদের করের টাকা; কোথায় গেল, তার হিসাব দিতে

হবে। তিনি আরও যোগ করেন, সাত দিনের মধ্যে হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্টে কত খরচ হয়েছে, সব প্রকাশ করা হবে।

আদালতে মামলার ফল নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, মামলা খারিজ হয়েছে; এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, মানুষ আগেই তাদের খারিজ করে দিয়েছে। একইসঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দেন, সরকার বদল হলে খুব দ্রুত একটি সাদা পত্র প্রকাশ করা হবে। তাঁর দাবি, সেখানে গত পনেরো বছরে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা হবে। শমীকের কথায়, জনগণের টাকা নষ্ট করে বারবার আদালতে যাওয়া চলতে পারে না। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই আক্রমণ শুধু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং ফল ঘোষণার আগে জনমনে প্রভাব বিস্তারের কৌশল।

দলীয় প্রতীকের ধাঁচে তৈরি মিষ্টির চাহিদা এবার রসনাতৃপ্ত বাঙালির

রাজীব মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬; রাজনীতির উত্তাপ যেমন চড়ছে, তেমনই তার নরম, মিষ্টি প্রতিফলন ধরা পড়ছে কলকাতার মিষ্টির থালায়। বাঙালির জীবনে মিষ্টি শুধু খাবার নয়, এক গভীর আবেগ, এক নস্টালজিয়া; জন্মদিন থেকে পুজো, পরীক্ষার ফল থেকে বিয়ে; প্রতিটি মুহূর্তেই মিষ্টি যেন অনুভূতির ভাষা। সেই আবেগই এবার মিশে গেছে ভোট উৎসবে।

কলকাতার পুরনো বনেদি মিষ্টির দোকান থেকে শুরু করে নতুন প্রজন্মের কনফেকশনারি; সর্বত্রই এখন দলীয় প্রতীকের ছোঁয়া। ছানার নরম শরীরে ফুটে উঠছে পদ্মফুল, ঘাসফুল, হাত; যেন রাজনীতির প্রতীকগুলো নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠছে রসনা আর শিল্পকলার মেলবন্ধনে। কোথাও কেশরের

আভায় রাঙানো পদ্ম, কোথাও সবুজ-সাদা রঙে সাজানো ঘাসফুল, আবার কোথাও চকোলেট বা কাজুবাদামের স্তরে ফুটে উঠছে হাতের ছাপ; প্রতিটি মিষ্টিই যেন এক একটি রাজনৈতিক বার্তা।

কিন্তু এই ট্রেন্ডের শিকড় আরও গভীরে। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে 'মিষ্টিমুখ' একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভোটের আগে কর্মীদের উৎসাহ দিতে, জয় উদযাপনে বা এমনকী প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে; মিষ্টি বরাবরই এক নীরব দূত। অতীতে দেওয়াল লিখন, ব্যাজ বা পতাকার পাশাপাশি মিষ্টিও ছিল প্রচারের এক অভিনব মাধ্যম। সেই ঐতিহ্যই আধুনিক রূপে ফিরে এসেছে এই নির্বাচনে।

দোকানদাররা জানাচ্ছেন, এবার থিম মিষ্টির অর্ডার শুধু দলীয় কার্যালয় থেকেই নয়, আসছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও। কেউ ভোটের দিন বাড়িতে আড্ডার জন্য কিনছেন, কেউ আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করার জন্য নিচ্ছেন এই বিশেষ মিষ্টি। ফলে মিষ্টি এখন শুধু স্বাদের নয়, 'স্টেটমেন্ট'-এরও অংশ।

চাহিদার নিরিখে এগিয়ে রয়েছে পদ্মফুল ও ঘাসফুল প্রতীক; বাজারে এই দুই ডিজাইনের মিষ্টিই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে। তবে হাত প্রতীকও পিছিয়ে নেই। বিক্রেতাদের কথায়, যে দলের সমর্থক বেশি, সেই প্রতীকের মিষ্টির চাহিদাও বাড়ছে; ফলে বাজারে তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা, যেখানে লড়াইটা পুরোপুরি মিষ্টি।

ক্রেতাদের একাংশ বলছেন, রাজনীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক তো আছেই, কিন্তু মিষ্টির মাধ্যমে সেটা একটু হালকা হয়ে যায়; এই মনোভাবই যেন এই ট্রেন্ডকে আরও জনপ্রিয় করছে। শেষ পর্যন্ত, ভোট মানে শুধু সংখ্যা বা ফলাফল নয়; তা বাঙালির জীবনের এক বৃহৎ সামাজিক উৎসব। আর সেই উৎসবে মিষ্টি থাকবেই। তাই এবারের নির্বাচনে ব্যালট বাক্সের পাশাপাশি মিষ্টির ট্রেতেও চলছে প্রতীকের লড়াই; যেখানে রাজনীতি আর নস্টালজিয়া মিলেমিশে তৈরি করেছে এক অনন্য 'মিষ্টি গণতন্ত্র'।

গণনার আগে স্নায়ুযুদ্ধ, স্ট্রংরুম ঘিরে মুখোমুখি দুই শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট শেষ, কিন্তু উত্তাপ অটুট। ফল ঘোষণার আগে রাজ্যের রাজনীতিতে এখন একটাই কেন্দ্রবিন্দু; স্ট্রংরুম। সেখানে নজরদারি নিয়েই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে চরম স্নায়ুযুদ্ধ। শাসক শিবির ইতিমধ্যেই কৌশল সাজাতে ব্যস্ত। দলের এক নেতার কথায়, গণনার প্রতিটি ধাপে কীভাবে নজর রাখতে হবে, তার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, শীর্ষ নেতৃত্ব সরাসরি গণনা কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে সতর্কবার্তা দিচ্ছেন; এক মুহূর্তের ঢিলেমিও চলবে না।

অন্যদিকে বিজেপিও পালটা তৎপর। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। তাদের দাবি, সম্ভাব্য অনিয়ম ঠেকাতে নজরদারি আরও কড়া করা প্রয়োজন। এই নিয়ে কমিশনের কাছেও নালিশ জানিয়েছে তারা। সম্প্রতি একাধিক কেন্দ্রে সন্দেহজনক গতিবিধির অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কোথাও প্রার্থীরা সরাসরি গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন, কোথাও আবার দুই দলের নেতাদের মুখোমুখি অবস্থান পরিস্থিতিকে আরও তীব্র করে তুলেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোট মিটলেও আসল লড়াই এখনও বাকি। গণনার দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে চাপা উত্তেজনা।

সম্পাদকীয়

স্ট্রংরুম নিয়ে বাজার গরম আসলে ক্যাডারদের চাঙ্গা রাখার চেষ্টা

ভোট শেষ। এখন বাকি ফলাফল ঘোষণা। এই পর্বে সাধারণত একটু রিল্যাক্সড মুডেই থাকেন প্রার্থী থেকে শুরু করে নেতা, কর্মীরা। কিন্তু হারের ভয়ে এখন সব জায়গাতেই ‘রজ্জুতে সপ্রভ্রম’ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের। তাই ভোট শেষ হতেই স্ট্রংরুম নিয়ে বাজার গরম করতে আসরে নেমে পড়েছে তাঁরা। ভোট শেষ হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে যার শুরুটা করে দিয়েছিন স্বয়ং দলনেত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিয়ো বার্তা দিয়ে স্ট্রংরুম নিয়ে কর্মীদের সতর্ক করে দেন তিনি। সেই সঙ্গে পালা করে প্রার্থী ও কর্মীদের স্ট্রংরুম পাহারায় থাকতে বলেন। বিষয়টিকে গোটা রাজ্যের কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ভোটের পরদিনই সন্ধেবেলা তিনি নিজে হাজির হন ভবানীপুর কেন্দ্রের স্ট্রংরুম শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে। সেখানে প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে ঘন্টা চারেক কাটিয়ে রাত বারোটার পর তিনি বাড়ি ফেরেন। দলনেত্রীর রণংদেহী মনোভাব দেখে ৩০ এপ্রিল রাত থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েন কর্মী ও প্রার্থীরা। এর ফলে ভোট শেষ হওয়ার পর নিস্তরঙ্গ ময়দানে ফের নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়। ওইদিন বিকেলেই দুই প্রার্থী কুণাল ঘোষ ও শশী পাঁজা দলবল নিয়ে একাধিক অভিযোগে কলকাতার স্ট্রংরুম ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের বাইরে ধরনায় বসে পড়েন। বারাসতের একটি স্ট্রংরুমে সিসিটিভি অফ করে দেওয়ার অভিযোগ তোলেন দুই প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত ও নারায়ণ গোস্বামী। একই ধরনের অভিযোগ তোলা হয় জেলার কয়েকটি স্ট্রংরুম নিয়েও। তবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই অভিযোগ এসেছে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। আর এখানেই খটকা। কেন? সত্যিই যদি কোনও অনিয়ম হয়ে থাকে তাহলে কেন অন্য কোনও দল অভিযোগ করছে না। যদি ধরেই নেওয়া গেল বিজেপি কমিশনকে ম্যানেজ করে এসব করছে, তাহলে সিপিএম বা কংগ্রেস কেন চুপ? উত্তর নেই। এর নেপথ্য আসলে অন্য। নির্বাচনে হারার ভয়ে এখন কাঁটা হয়ে আছে ঘাসফুল শিবির। সেই প্রভাব যাতে কর্মী ও কাউন্টিং এজেন্টদের মধ্যে সঞ্চারিত না হয়, তাই এই টোটকা। এভাবেই আরও ২৪ ঘন্টা কর্মী, সমর্থকদের চাগিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা! এখন এই দাওয়াই কাজ কতটা দেবে, সেটাই প্রশ্ন।

শব্দছক ১৪৮

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. ভিন্ন ২. অধীন নৃপতি ৫. মৃত্যু নেই যার ৬. ময়ূরের ডাক ৭. অভিশাপ ৯. বেদনাদ্বারা আহত ১১. প্রসাদ-এর কাব্যরূপ ১৩. অনেকবার ধরে ১৬. রাজ-রাজাদের গল্প-গাথা ১৮. বন্ধু ১৯. আবরণ বা আস্তরণ ২০. বউ ২১. নামজাদা ২২. অশরীরী আত্মা

ওপর-নিচ: ১. অভিসম্পাৎ ২. চার বেদের একটি ৩. পুরুষ মানুষ ৪. চোরের চেয়েও বড় দুর্বত্ত ৬. কে ৮. যে আপন নয় ১০. অ-বিঘ্নিতভাবে ১২. মালা ১৩. বাণীর দ্বারা আবদ্ধ ১৪. গন্ধ ১৫. রেখায় চিত্রিত ১৬. বাগান ১৭. ঈশ্বর-পূজন মনে মনে

সমাধান ১৪৭ — পাশাপাশি: ১. অনভ্যাস ৪. সুরা ৬. ধির ৭. মামদো ৯. অর্থ ১০ কারণ ১১. সদর্থক ১২ বাদাবন ১৪. প্রতিভা ১৫. তির ১৬. বরদা ১৭. আলো ১৮. শর ১৯. নবশাক

ওপর-নিচ: ১. অধিবাস ২. নর ৩. সমার্থক ৫. রাবণ ৮. দোকানদার ৯. অর্থ অভাব ১২ বাতিদান ১৩. নরলোক ১৪. প্রকাশ ১৭. আশা

আজকের দিন

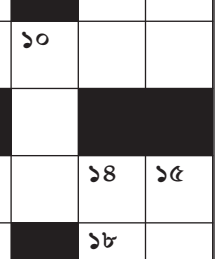

- **১৯১৩** — প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র দাদাসাহেব ফালকে পরিচালিত ‘রাজা হরিশচন্দ্র’মুক্তি পায়।
- **১৯৩৯** — সুভাষচন্দ্র বসু সর্বভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেন।
- **১৯৭৯** — মার্গারেট থ্যাচার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

জন্মদিন

১৯৫২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অরুণা ইরানির জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রঘুবর দাসের জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ উমা ভারতীর জন্মদিন।*

উমা ভারতী

নহে-মনুষ্যর স্বর্গীয় সোহাগে বিকশিত বসুন্ধরা

সুবীর পাল

‘নহে-মনুষ্য আমাদের জীবনে শুধু সঙ্গী নয়, তারা আমাদের জীবনের শিক্ষকও। তাদের কাছ থেকে আমরা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা, এবং নীরব প্রশান্তি পাওয়ার উপায় শিখতেই পারি। প্রয়োজন শুধু একটার, যা হলো মনুষ্য হৃদয়। তাই তো এই কালজয়ী গানটা আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। ‘হৃদয় আছে যার সেই তো ভালোবাসে, প্রতিটি মানুষেরই জীবনে প্রেম আসে।’

ঠিকই, ভালোবাসা হলো আমাদের জীবনের এমন একটি অধ্যায় যা অতি তস্য নগন্য মানুষ থেকে অতি বড় মাপের বৃহৎ ব্যক্তিত্ব, কেউ এড়াতে বা অস্বীকার করতে পারেননি কোনও কালে। কিন্তু এই আবেগ ঘনিষ্ঠ দিগন্ত কি শুধুমাত্র মানুষের জীবনের অভিমন্যু চক্রেই সীমাবদ্ধ? নাকি অনুরাগের চক্রবাকের পরিধি নহে-মনুষ্যের মধ্যেও সমান ভাবে প্রসারিত? উত্তর কিন্তু নির্দ্বিধায় একটাই। নহে-মানব বা পশুপাখির মধ্যেও প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, অনুরাগ অনুপ্রাণিত হয়েছে আদিকাল থেকে। মানুষের প্রতি। নিজস্বদের প্রতি। একে অপরের প্রতি। যা আমাদের অবাক করে। ভাবিত করে। বিস্মিতও করে বৈকি।

এমনই এক দৃষ্টান্ত আমাদের আজও হতবাক করে তোলে। একটি সারমেয়ও অমর ভালোবাসার কথা। তাঁর স্বর্গীয় প্রভুর প্রতি। নাম তার হাচিকো। ১৯৩২ সালে জাপানের একটি সংবাদপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয় হাচিকোর অপার প্রভুভক্তির অমৃত কথা।

ক্রিম-হোয়াইট রঙের সারমেয়টি ছিল আকিতা ইনু জাতের। টোকিওর শিবুয়া স্টেশনের বাইরে ১৯৪৮ সাল থেকে হাচিকোর একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি রয়েছে। হাচিকোর ভাস্কর্যটি প্রথম তৈরি করা হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল যাতে তা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। হাচিকোর জন্ম ১৯২৩ সালের নভেম্বরে জাপানের আকিতা প্রিফেকচারের ওডেট শহরে। তার মৃত্যু হয় ১৯৩৫ সালের ৮ মার্চ।

জাপানের টোকিও ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির (বর্তমানে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়) কৃষি বিভাগের প্রফেসর হিদেসাবুরু ইয়েনো এক ছাত্রকে অনুরোধ করেছিলেন, একটি আকিতা ইনু প্রজাতির সারমেয় বাচ্চা জোগাড় করে দিতে। সেই অনুরোধ রাখতে ছাত্রটি এই সারমেয় ছানাটিকে শিবুয়া জেলায় ইয়োনোর বাড়িতে নিয়ে আসেন ১৯২৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। তখন শিশু হাচিকোর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। হাচিকোর জীবনীকার প্রফেসর মায়োমি ইতোহ জানান, ইয়েনো এবং তার স্ত্রী ইয়ে টানা ছয় মাস ধরে অনেক সেবা-শুশ্রূষা করে হাচিকোকে সুস্থ করে তোলেন।

ইয়েনো পোষ্যর নাম রাখেন হাচি’, জাপানি ভাষায় যার অর্থ আট। তবে এই নামের সঙ্গে ইয়েনোর ছাত্রটি সম্মান প্রদর্শন করে ‘কো’ শব্দ জুড়ে দেন। অবশেষে সারমেয়টি পরিচিতি পায় ‘হাচিকো’ নামে।

’সন্ধ্যায় হাচিকো স্টেশনের টিকেট গেটের কাছে চারপায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতো, তারপর প্রতিটি যাত্রীর মুখের দিকে তাকাতো, যেন সে পরিচিত কাউকে খুঁজছে’, লিখেছেন প্রফেসর ইতোহ।

বিশ্বের সবচেয়ে খ্যাতিমান এই সারমেয়টির কথা কি আরও একশো বছর পড়েও মানুষ মনে রাখবে? প্রফেসর ইয়ানোর মতে, ‘অবশ্যই রাখবে, কারণ ‘হাচিকোর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি কোনও একটি যুগে সীমাবদ্ধ নয়, এটি চিরন্তন।’

হাচিকোর মূল উপপাদ্য হলো, মনিব প্রফেসরের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শহর থেকে বেশ দূরে। তাই তিনি প্রতিদিন ভোরে বেরিয়ে যেতেন এবং স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চেপে যেতেন বাকিটা পথ। হাচিকোও রোজ যেত তার সঙ্গে রেল স্টেশন পর্যন্ত। আবার রাতে প্রফেসর ফেরার আগেই এক দৌড়ে পৌঁছে যেত স্টেশনে। কারণ তখন যে তার মনিবের ফেরার ট্রেন স্টেশনে এসে পৌঁছাত। এভাবেই প্রত্যহ একসঙ্গে তারা বাড়ি ফিরতো। রেল স্টেশনের সবাই অল্প কিছুদিনেই চিনে ফেলেছিল প্রফেসরের এই ছোট্ট সারমেয় বন্ধুটিকে।

এভাবেই পেরিয়ে গেল একটি বছর। ১৯২৫ সালের

মে মাসের এক সকাল। বরাবরের মতই প্রফেসর বেরিয়ে ছিলেন ইউনিভার্সিটিতে যাবেন বলে। কিন্তু সেদিন কেন যেন হাচিকো সকাল থেকেই খুব চিৎকার করছিল। বারবার প্রফেসরের পোষাক দাঁত দিয়ে কামড়ে টেনে ধরছিল, যেন আজ কিছুতেই যেতে দেবে না তাঁকে। প্রফেসর ট্রেনে উঠে যান। তবে আর ফেরা হয়নি তাঁর। সেরিব্রাল হ্যামারেজের ফলে হঠাৎ মারা যান তিনি।

এদিকে অন্যান্য দিনের মতোই হাচিকো রাতে স্টেশনে অপেক্ষা করতে থাকে। অন্যপথে প্রফেসরের মরদেহ এসে পৌঁছায় তার বাসায়। কিন্তু হাচিকো অপেক্ষা করতেই থাকে স্টেশনে। এর কয়েক দিন পর কুকুরটিকে প্রফেসরের পরিবার বাসায় নিয়ে যায়। কিন্তু হাচিকো কিছুতেই থাকতে চাইতো না বাসায়। সে এসে বসে থাকতো সেই রেল স্টেশনে। তার বিশ্বাস, প্রভু প্রফেসর ফিরবেনই! একটু দেরী হচ্ছে এটুকুই!

প্রফেসরের মৃত্যুর নয় বছর পর মৃত কৃষি বিজ্ঞানীর এক ছাত্র জানতে পারেন, হাচিকো তখনও প্রতিদিন অপেক্ষা করে রয়েছে সংশ্লিষ্ট স্টেশনে মনিবের ফেরার প্রত্যাশায়। অবশেষে ছাত্রটি শিবুয়া স্টেশনে হাচিকোকে দেখতে আসেন। এরপরেই তিনি হাচিকো সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য প্রথমবারের মতো জানিয়ে ছিলেন ‘টোকিও আশাহি সিমবুন’ নামক সংবাদপত্রে।

এই বিশ্বে কত কত অদ্ভুত বন্ধুত্বের বর্ণমালা রয়ে গেছে মানুষে নহে-মনুষ্যে। এবার না হয় আলোচিত হোক মানুষ-পেঙ্গুইনের ভালোবাসার সখ্যতা! পেঙ্গুইনটি তার জীবনদাতা ও প্রিয় বন্ধুকে দেখতে আট হাজার কিলোমিটার দূর থেকে ছুটে আসতো। পরপর চার বছর ধরে এই কাণ্ড ঘটিয়ে ছিল ‘ডিমডিম’ নামের পেঙ্গুইনটি।

ডিমডিম হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার মেজেলানিক জাতের পেঙ্গুইন। ২০১১ সালে ৭১ বছরের জোয়াও পিরেইরা ডি সুজা নামের এক শৌখিন জেলে অসুস্থ অবস্থায় এই পেঙ্গুইনকে উদ্ধার করেন। তিনি থাকতেন ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোর নিকটবর্তী একটি গ্রামে। একদিন মাছ ধরতে গিয়েই সাগর থেকে পাখিটিকে দেখেন তিনি। তখন তার গোটা শরীরে লেপ্টে ছিল বিষাক্ত তেল। তিনি ওকে ঘরে তুলে নেন। নাম দেন ডিনডিম। তাঁর নিবিড় পরিচর্যায় দ্রুত সেরে ওঠে পেঙ্গুইনটি।

পুরো ১১ মাস পাখিটি তাঁর কাছে ছিল। ততদিনে ব্রাজিলের ওই দয়ালু জেলেটির সঙ্গে মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গেছে ডিনডিম। সে তো কিছুতেই জোয়াওকে ছেড়ে যাবে না। কিন্তু চাইলেই তো আর এই বন্যপ্রাণিটিকে ধরে রাখা যায় না! শেষে একদিন বুকে পাথর বেঁধে ডিনডিমকে বিদায় জানালেন জোয়াও। কিন্তু কি আশ্চর্য! পরের বছর ঠিক সে ফিরে এসেছে বন্ধুকে দেখতে। এরপর প্রতিবছর একবার করে ব্রাজিলে ছুটে এসেছিল ডিনডিম। আর একবার আসলে আট মাস থেকে যেত। আট হাজার কিলোমিটার জল সাঁতরে সে আসতো জোয়াওয়ের কাছে।

এ সম্পর্কে একটি টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জোয়াও বলেন, ‘আমি পেঙ্গুইনটিকে নিজের সন্তানের মতই ভালোবাসি। সেও আমাকে ভালোবাসে। ও আমার কোলে ওঠে বসে। আমি ওকে আদর করে স্নান করিয়ে দিই।’

জোয়াও যখন প্রথমবার ওকে বিদায় দিয়েছিলেন তখন সবাই বলেছিল, ‘দেখো, ও আর ফিরবে না।’ কিন্তু সবার ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করেছে কৃতজ্ঞ ডিনডিম। টানা চার বছর ধরেই শুধুমাত্র প্রিয় বন্ধুকে একনজর দেখার জন্য ফিরে ফিরে এসেছিল ডিনডিম।

প্রকৃত ভালোবাসার প্রতিদান যে নিখাদ ভালোবাসাই। আর কিছু না বুঝলেও এই সরল সারতত্ত্বটা হয়তো বুঝে গিয়েছিল সে। তাই অবলা হয়েও কয়েকবছর আগে আপন হয়ে যাওয়া মানুষটিকে চিনতে ভুল হয়নি তার। অনেকদিন পর দেখা হলেও সহজেই চিনতে পেরেছে তাঁকে। কাছে এসেছে, জড়িয়ে ধরেছে। কারণ তাঁর জন্যই তো নতুন জীবন পেয়েছিল একটি রাজহাঁস। আর তাঁদের ভালোবাসার ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্ব জুড়ে সোশ্যাল সাইটে।

পরস্পর মুখী দুই চরিত্রের মধ্যে একজন হলেন রিচার্ড ওয়াইজ। যিনি একটি টিভি শোয়ের উপস্থাপক। আর অন্য চরিত্রটি হলো একটি রাজহাঁস। যার ঠিকানা ছিল ডরসেটের অ্যাবোটসবারি সোয়ানারিতে। এখানেই রাখা হতো একগুচ্ছ রাজহাঁসগুলি।

কিন্তু, কিভাবে কাছাকাছি এলো তাঁরা? কয়েক বছর আগে একটি শো পরিচালনা করতে অ্যাবোটসবারি সোয়ানারিতে আসেন রিচার্ড। সেখানে একটি অসুস্থ রাজহাঁসের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। ওড়ার সময় ফেন্সে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়েছিল সে। এরপর নিজে হাতে তাকে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তোলেন রিচার্ড। তাঁর জন্যই নতুন জীবন পায় রাজহাঁসটি। পরে চিকিৎসার জন্য রাজহাঁসটিকে অন্য জায়গায় পাঠানো হয়েছিল উনার উদ্যোগেই।

এরপর থেকে তাঁদের আর দেখা হয়নি। কিন্তু বহু বছর বাদে ফের ওই সোয়ানারিতে আসেন রিচার্ড। অনেক কিছুতে বদল এলেও কিছু জিনিস যে একই থেকে গেছে, কয়েক মুহূর্তেই তা বুঝতে পারেন তিনি। সেই একই টান, সেই একই ভালোবাসা, সেই একই স্পর্শ। দেখা হতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরে ওই রাজহাঁসটি।

গলা বাড়িয়ে রিচার্ডকে জড়িয়ে ধরে সে। আর সেই কয়েক মুহূর্ত রাজহাঁসটি নিজেকে খুব সুরক্ষিত বলে মনে করছিল বলে উপলব্ধি রিচার্ডের। তিনি বলেন, ‘এটা খুবই সুন্দর মুহূর্ত যখন একটি প্রাণী আপনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে।’ আর সেই ভালোবাসা ও বিশ্বাসের কারণেই হয়তো তাকে কখনও ভুলতে পারেনি অবলা ওই রাজহাঁসটি।

হাচিকো’র মতো টলেরো’র জীবন কাহিনীও নিজস্ব মনিবের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা অমর হয়ে রয়েছে। টলেরো ছিল জার্মান শেফার্ড প্রজাতির সারমেয়। প্রবল তুষার ঝড়ের ফলে তার প্রভু আচমকা প্রাণ হারান। মৃতদেহটি নির্জন অবস্থায় দুর্ঘটনা স্থলে পড়েছিল দীর্ঘ ২৩ দিন। বরফের চাদরে মৃতদেহটি অনেকটা ঢেকে গিয়েছিল। কিন্তু টলেরো অন্যত্র চলে যায়নি। প্রবল বরফপাতের পড়েও সে প্রচন্ড ঠান্ডাতেও ঠায় প্রভুর মৃতদেহটি আগলে বসে থাকতো। একটানা ২৩ দিন যাবৎ। পরবর্তীতে স্থানীয় মানুষেরা এই পরিস্থিতি জানতে পেরে মরদেহটি সৎকারের ব্যবস্থা করেন।

প্রভুভক্তির অপার নিদর্শন সারমেয়র সঙ্গে মার্জার বা বেড়ালও কম যায় নাকি? এবার তাই সে তথ্য জানতে যাওয়া যাক ইতালির মন্টাগনানা শহরে। সেখানে রেনাতো নামের এক বৃদ্ধ একটি বিড়াল পোষতেন। ২০১১ সালে রেনাতোর মৃত্যু হলে তাকে স্থানীয় কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। সমাধিস্থ করার পরদিনই আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। মৃতের পোষ্য বিড়াল ‘টোলডো’ নিজে থেকেই কবরস্থানে গিয়ে তার মনিবের সমাধির ওপর বসে থাকতে শুরু করে। এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই সে সেখানে যেতে শুরু করে। শুধু যেতই না, অনেক সময় মুখে করে ছোট ছোট পাতা, ডাল, ফুল নিয়ে এসে সমাধির ওপর রেখে দিত। যেন নিজের মতো করে সে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে চলেছে তার মনিবকে। টোলডোর এমন অদ্ভুত প্রভুভক্তি নিদর্শন বছরের পর বছর চলতে দেখেছিলেন এলাকাবাসীরা।

হোক না ভিন্ন শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। থাকুক না খাদ্য খাদক সম্পর্ক। নাই বা থাকলো অভ্যন্তরীণ মানুষের কোনও রকমের অবস্থান। তাতে কি যায় এলো? মানবিকতার ভালোবাসা যে নহে-মানবের মধ্যেও জয়জয়কার। সেখানে মাতৃত্ব ছুঁয়ে যায় শিশুদের প্রতি অপত্য স্নেহের পরম্পরা। যেখানে স্বর্গ নিজে নেমে আসে পশুত্বের জীবন দ্বারে অমূল্য অনুভূতিতে। ঘটনাস্থল কেনিয়ার সাম্বুরু জাতীয় সংরক্ষিত অভয়ারণ্য। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি রয়েছে একত্রে। ওই অরণ্যে অবাধে বিচরণ করে সিংহ থেকে আফ্রিকান কৃষ্ণসার হরিণ অরিক্স। আর এই পটভূমিতেই গাঁথা রয়েছে এক অমৃতস্য মাতৃত্বের অপরূপ সত্য ঘটনা। সেখানে থাকতো এক যুবতী সিংহী। নাম ছিল তার ‘কামুনইয়াক’। খিদের তাড়ণায় পূর্ণবয়স্ক অরিক্স শিকার করলেও সে কিন্তু কখনও সদ্যজাত অরিক্স শাবক মারতো না। এমনকি তার সামনে চলে এলেও সে ভুলেও অরিক্স শাবক শিকার করতো না। উল্টে তাদের সঙ্গে আপন খেয়ালে খেলায় মত্ত থাকতো। ওই অভয়ারণ্যের কর্তৃপক্ষরা জানিয়েছেন, ‘কোনও সিংহ যদি অরিক্স শাবক আক্রমণ করতে উদ্যোত হলে এবং তা নজরে এলেই কামুনইয়াক প্রাণপণ চেষ্টা চালাতো আক্রান্ত শাবকটিকে অন্য সিংহের কাছ থেকে উদ্ধার করার। প্রয়োজনে সে বনরাজের সঙ্গে বারেবারে লড়াই করতেও পিছপা হতো না।’ এমনই ছিল অরিক্স শাবকদের প্রতি সেই সিংহীর অবাক করা অনিঃশেষ মাতৃত্বের কুর্ণিশ রূপকথা।

‘মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।’ এমন অপত্য স্বর্গীয় প্রেম তো রাজহাঁসের নিজস্ব যুগলেই চিরন্তনী। রাজহাঁস দোঁহের প্রণয় যে তীব্র একমুখী। এবং একমেবাদ্বিতীয়ম। এরা যে সঙ্গী বা সঙ্গিনী একবার সহজাত ভাবে গ্রহণ করে থাকে তা যে হয়ে ওঠে আমৃত্যু চিরকালের। কোনও পর্যায়ে কোনও পরিস্থিতিতেই এরা সেই দ্বৈত সঙ্গর বদল ঘটায় না। এমনকি পার্টনার চিরতরে হারিয়ে গেলে বা মারা গেলেও অপর রাজহাঁসটি বাকি জীবন নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটিয়ে দেয়। কিন্তু নব প্রেমের নিমিত্তে সে কখনই নতুন সঙ্গের কামনাময় ইচ্ছে প্রকাশ করে না। এমনই তাদের ‘তুঁহু মম জীবন, তুঁহু মম মরণ’ অফুরাণ ভালোবাসা। এ ক্ষেত্রে ভূপেন হাজারিকার একটি গান যে খুব প্রাসঙ্গিক, ‘মানুষ যদি সে না হয় মানুষ, দানব কখনও বা হয় মানুষ, লজ্জা কি তুমি পাবে না? ও বন্ধু...।’ আসলে এই বন্ধুরূপী একাংশ অমানুষেরা খাদ্য শর্তের উর্ধ্বে উঠে নহে-মনুষ্যকে নির্বিচারে হত্যা করে, বিপন্ন করে। তাঁরা ভুলে যায়, এই নহে-মানবের দল আমাদের প্রতি কখনও বিচার করতে বসে না, কখনও মিথ্যাও বলে না, কখনও প্রতারণা তো করেই না। তাদের ভালোবাসা একেবারে খাঁটি, নিঃস্বার্থ এবং স্বর্গীয় অনুভবের। এমন ভালোবাসা পাওয়ার সৌভাগ্য সবার হয় না। শুধু তারাই পায়, যাঁরা নহ-মানবদের প্রতি অন্তরে ভালোবাসতে জানে।

চর্চাবাসর ১৬৩

ধন্যবাদ — এটি সংস্কৃত যৌগিক শব্দ ‘ধন্যবাদঃ’ থেকে উদ্ভূত। আক্ষরিকভাবে এর অনুবাদ হলো ‘আশীর্বাদপুষ্ট কথা’ বা ‘কাউকে ভাগ্যবান বলার কাজ’। এটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বা সাম্প্রতিক একটি গঠন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা ‘প্রশংসা’, ‘কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন’ বা ‘করতালি’ বোঝানোর পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গণনাকেন্দ্রে প্রবেশের নিয়মাবলী প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আগামী ৪ মে, সোমবার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা হবে। ইতিমধ্যে মালদা কলেজ ও পলিটেকনিকে জেলার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের গণনাকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। সেই গণনাকেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে কী ধরনের নিয়মাবলী রয়েছে এবং কী কী বিষয়গুলি গণনাকেন্দ্রে আসতে গেলে মানতে হবে তা নিয়েও শনিবার দুপুরে একটি সর্বদলীয় বৈঠক করেন জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা।

এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবনে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর, পুলিশ সুপার অনুপম সিং-সহ অন্যান্য পদস্থ কর্তারা। এছাড়াও শাসক ও বিরোধী শিবিরের বিভিন্ন প্রতিনিধিরাও এই বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন। সেখানেই মালদার দু'টি গণনা কেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়মাবলী সম্পর্কিত বিষয়গুলি জানানো হয়। এই বৈঠকে মধ্যেই জায়েন্ট স্ক্রিনের ড্রোনের তোলার ছবি দেখিয়ে গণনা কেন্দ্রের প্রবেশ ও বাহিরের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা কলেজ এবং পলিটেকনিকে দুটি গণনা কেন্দ্র করা হয়েছে। মালদা কলেজে গণনা হবে পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের এবং পলিটেকনিকে গণনা হবে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে। সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে গণনা কেন্দ্রের নির্দিষ্ট প্রবেশ পথ দিয়েই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের ঢুকতে হবে এবং সেখানেই নির্বাচন কমিশনের থেকে দেওয়া প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র ও সমস্ত নথি দেখাতে হবে। দু'টি জায়গাতেই গণনাকেন্দ্রের আশপাশে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও গণনাকেন্দ্রের নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবে শৌচালয়ের ব্যবস্থা।

মালদার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ফলাফল যাই হোক না কেন, গণনা পরবর্তী সমস্ত বিষয়ের ওপর কড়া নজরদারি থাকবে পুলিশ ও প্রশাসনের। কোনও রকম বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না। ভোটের ফলাফলের পর কোনও রকম যাতে হিংসা না-ছড়ায় সেদিকেও কড়া নজরদারি চালাবে জেলা পুলিশের প্রশাসন।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত তৃণমূল ও বিজেপির প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দু মল্লিক এবং নীলাঞ্জন দাস বলেন, জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে গণনা কেন্দ্রে নির্বাচনী বিধি মেনে প্রবেশ করার বিষয়ে সমস্ত কিছু জানানো হয়েছে। পার্কিং ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে।

প্রসূতির আত্মীয়দের হাতে আক্রান্ত ৪ নিরাপত্তারক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা মেডিক্যাল কলেজে এক প্রসূতি মহিলার আত্মীয়দের হাতে আক্রান্ত হলেন চারজন নিরাপত্তারক্ষী। যাদের মধ্যে একজন মহিলা নিরাপত্তারক্ষী সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন মেডিক্যাল কলেজে। এই ঘটনায় মাতৃমা বিভাগে চিকিৎসারত এক প্রসূতি পরিবারের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত নিরাপত্তারক্ষীরা।

অন্যদিকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে এক রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল মৃতের পরিবারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ এই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কম্পিউটার থেকে শুরু করে টেবিল, চেয়ার এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় মৃত রোগীর পরিবারের লোকেরা। যদিও বৃহস্পতিবার রাতে চাঁচল হাসপাতালে এই তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় ইতিমধ্যে ছয় জনকে আটক করেছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ।

কিন্তু শুক্রবার রাতে মালদা মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তা রক্ষীদের ওপর লাগাতার হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে মেডিকেল কলেজের কর্মরত নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে। একদিকে নিরাপত্তার অভাব। অপরদিকে হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে কর্ম বিরতির ডাক দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। দু'টি বিষয় নিয়েই ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শুক্রবার রাতে মালদা মেডিক্যাল কলেজের মাতৃমা বিভাগে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে এক প্রসূতির পরিবারের মধ্যে তুমুল গোলমাল বাঁধে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত হন সঙ্গীতা মণ্ডল (২৬) নামে এক মহিলা নিরাপত্তা রক্ষী। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় ভর্তি করানো হয় মেডিকেল কলেজে। বাকি তিন নিরাপত্তারক্ষী দেবাশীষ মন্ডল, নান্টু দাস এবং বিউটি দাসকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে ইংরেজবাজার পুরসভার মহেশমাটি এলাকার মহিলা রোগী আশা বিবি (২৪) প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে মালদা মেডিকেল কলেজের মাতৃমা বিভাগে ভর্তি হন। ওই মহিলার বাবার বাড়ি কালিয়াচকের আলিনগর এলাকায়। এদিন রাত আটটা ৯টা নাগাদ ওই প্রসূতি মহিলাকে দেখতে কালিয়াচক থেকে তার পরিবারের একদল সদস্যরা জোর করে মাতৃমা বিভাগে ঢোকার চেষ্টা চালায়। আর তাতেই গোলমাল বাঁধে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে।

আক্রান্ত মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তারক্ষী দেবাশিস মণ্ডল, 'বিউটি দাসের অভিযোগ, রোগী দেখার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সেই কথা ওই প্রসূতি মহিলার আত্মীয়দের জানানো হয়। কিন্তু ওরা মেডিক্যাল কলেজের নকল ছাপানো টিকিট আমাদেরকে দেখিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছিল।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শুক্রবার গভীর রাতে প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে বিনপুর থানার বেলপাহাড়ি ব্লকের বড় শুকজোড়া গ্রামে পিংকি দাস নামে এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও চারজন।

শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ রাতের খাবার খেয়ে ঘুমাচ্ছিলেন তারা। রাত একটা নাগাদ প্রবল বর্ষণে বাড়ির মাটির দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। তাতেই চাপা পড়ে যান পরিবারের পাঁচ সদস্য। তাদের প্রচন্ড চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ভেঙে পড়া মাটির দেওয়ালের অংশ সারিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে বেলপাহাড়ি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তরুণী পিংকি দাসকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর জখম সুজিত দাস ও অনিল দাসকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফর্ম জি

জয় অম্বে মেটালস প্রাইভেট লিমিটেড - পশ্চিমবঙ্গে আয়রণ এবং স্টিল দ্রব্যাদি নির্মাণকার্যে নিযুক্ত এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	জয় অম্বে মেটালস প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U27109WB2004PTC099889 PAN : AABCJ5797P
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	রেজিস্টার্ড অফিস : জি টি রোড, পানাগড় বাজার পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১৩১৪৮
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	প্ল্যান্ট লোকেশন : গ্রাম এবং পো ঘুটগরিয়া, থানা - বড়জোড়া, জেলা - বাঁকুড়া-৭২২১৬৮
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রধান দ্রব্যাদির মূল্য : ১২১.৪০ কোটি টাকা (৩১.০৩.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী ফিগারস)
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই (সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী)
৮.	আরও বিস্তারিত শেষ প্রাপ্ত বিগত দুই বছরের আর্থিক প্রতিবেদন (তপশিল সহ), ইউআরএল তে প্রাপ্ত বিনিয়োগকারীগণের তালিকা সহ :	ইমেল : cirp.jaiambey@gmail.com এবং আইবিবিআই ওয়েবসাইট https://ibbi.gov.in/en/claims/ corporate-personals সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারী কর্তৃক ইমেল মারফত অনুরোধ পাঠিয়ে নির্দিষ্ট বিস্তারিত পাওয়া যাবে
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	cirp.jaiambey@gmail.com ইমেল পাঠিয়ে আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানের বিস্তারিতর মধ্যে উপযুক্ততার তথ্য পেতে পারেন
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৮.০৫.২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৮.০৫.২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০২.০৬.২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৮.০৬.২০২৬
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট	১১.০৬.২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১১.০৭.২০২৬
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.jaiambey@gmail.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের কোনও তথ্য প্রাপ্ত নয়

স্বা/-
ক্লাস ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রফেশনালস প্রাইভেট লিমিটেড
(এর অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী শ্রী জিতেন্দ্র লোহিয়ার মাধ্যমে)
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
জয় অম্বে মেটালস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. নং IBBI/IPE-0024/IPA-1/2024-25/50083
রেজি. ঠিকানা ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০২০
রেজি. ইমেল - jitulohia@knjainco.com
এএফএ নং AA1/50083/02/300627/20090, এএফএ বৈধ ৩০/০৬/২০২৭ পর্যন্ত

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

SBI — এসবিআই নিউ আলিপুর শাখা (০০২০৫)
২৩/এ/৭৬, ডায়মন্ড হরিবার রোড, ব্লক ই
নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩, মো - ৯৬৭৪৭১৩৩৬০

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই নিউ আলিপুর** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **১১.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১১.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	১৮ ক্যারট ২০ ক্যারট	মোট ওজন ৫৪.৯৯০ গ্রাম নিট ওজন ৪৭.৯২০ গ্রাম	২টি বালা ১টি নেকলেস ২টি কানের দুল

তারিখ: ০৩.০৫.২০২৬
স্থান: নিউ আলিপুর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই নিউ আলিপুর

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পায়রাডাঙ্গা শাখা
পার্বতী মার্কেট, নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১২৪৭

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) পায়রাডাঙ্গা শাখা** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **২৪.০৬.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) পায়রাডাঙ্গা শাখা** -এর বকেয়া রাশি **৩৬,২৩,৯০৪.০০/- টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার নয়শত চার টাকা মাত্র) **০২.০৫.২০২৬** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স সাহা ইলেকট্রনিক্স (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর: শ্রী বিশ্বজিৎ সাহা,** পিতা- গোপাল চন্দ্র সাহা, নতুন গোপালপুর, প্রীতিনগর, রানাঘাট, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১২৪৭ -এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১. মেসার্স সাহা ইলেকট্রনিক্স (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর: শ্রী বিশ্বজিৎ সাহা,** পিতা- গোপাল চন্দ্র সাহা নতুন গোপালপুর, প্রীতিনগর, রানাঘাট, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১২৪৭। **২. শ্রী বিশ্বজিৎ সাহা (প্রোপ্রাইটর এবং মর্টগেজর),** পিতা- গোপাল চন্দ্র সাহা নতুন গোপালপুর, প্রীতিনগর, রানাঘাট, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১২৪৭। **৩. শ্রী সরজিৎ সাহা (গ্যারান্টার),** পিতা-গোপাল চন্দ্র সাহা নতুন গোপালপুর, প্রীতিনগর, রানাঘাট, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১২৪৭। **খ) পায়রাডাঙ্গা শাখা**	পায়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ এডিএসআরও- রানাঘাট-১, মৌজা- গোপালপুর, জে.এল. ১৪৭, খতিয়ান নং- ৭৩০১, ৭৩০০, দাগ নং- ৭২৭, ০৬/০৯/২০১৭ তারিখের আই-৫৮১২ নম্বর দলিল মূলে **শ্রী বিশ্বজিৎ সাহার নামে থাকা** মোট ৫.২ ডেসিমেল পরিমাপের **বাস্তু প্রকৃতির জমি এবং তদুপরি নির্মিত ভবন**। একটি দলিলের অধীনে উক্ত ৫.২ ডেসিমেল **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- নন্দ দুলাল হালদারের বাড়ি এবং সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা; পূর্বে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা এবং অনিমা চাকীর বাড়ি; দক্ষিণে- গোপাল চন্দ্র সাহার বাড়ি; পশ্চিমে- বাবলু সান্যালের বাড়ি।	**৩৬,২৩,৯০৪.০০/- টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার নয়শত চার টাকা মাত্র) **০২.০৫.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তৎসহ প্রযোজ্য সুদ, চার্জ এবং অন্যান্য খরচসমূহ।	**ক) ২৬,৮৭,০০০.০০/- টাকা (*)** (ছাব্বিশ লক্ষ সাতাশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৬৮,৭০০.০০/- টাকা** (দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30190558972** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৪.০৬.২০২৬; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ০২.০৫.২০২৬
স্থান: পায়রাডাঙ্গা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কাসিমবাজার শাখা
৪৬/৬, বাবুল বোনা রোড, পোস্ট ও থানা- বহরমপুর,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: C642@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) কাসিমবাজার শাখা** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ২৪.০৬.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) কাসিমবাজার শাখা** -এর বকেয়া রাশি **১৬,৯৩,৬১৪.০০/- টাকা** (যোলো লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত চোদ্দ টাকা মাত্র) **৩০.০৪.২০২৬** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স সি. আর. ফুড প্রোডাক্টস (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর- মিসেস রূপালী খাতুন,** স্বামী- জনাব ওয়াসিম জাফর, গ্রাম- পূর্ব মণ্ডল পাড়া, থানা- নিউ দুর্গাপুর, ব্লক- রানীনগর-১, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৪ -এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১. মেসার্স সি. আর. ফুড প্রোডাক্টস (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর- মিসেস রূপালী খাতুন,** স্বামী- জনাব ওয়াসিম জাফর গ্রাম- পূর্ব মণ্ডল পাড়া, থানা- নিউ দুর্গাপুর, ব্লক- রানীনগর-১, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৪। **২. মিসেস রূপালী খাতুন (প্রোপ্রাইটর, ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার)** স্বামী- জনাব ওয়াসিম জাফর গ্রাম- পূর্ব মণ্ডল পাড়া, থানা- নিউ দুর্গাপুর, ব্লক- রানীনগর-১, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৪। **৩. জনাব জহরুল আমিন (মর্টগেজর এবং গ্যারান্টার)** পিতা-জনাব মুকাবুল হাসেন গ্রাম- পূর্ব মণ্ডল পাড়া, থানা- নিউ দুর্গাপুর, ব্লক- রানীনগর-১, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৪। **কাসিমবাজার শাখা**	৫ ডেসিমেল পরিমাপের 'ভিটি' ধরনের জমি এবং ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার (পিন- ৭৪২১৮৪) রানীনগর-১ ব্লকের অধীনস্থ গ্রাম- পূর্ব মণ্ডল পাড়া, পোঃ- নিউ দুর্গাপুর, মৌজা- মোল্লাডাঙ্গা, জে.এল. নং- ১৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ২০১২, এল.আর. প্লট নং- ১২৪৫ এবং ১২৪৬-এ অবস্থিত। এটি এ.ডি.এস.আর.- মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত ১৯৮৫ সালের ১৩.০৮.১৯৮৫ তারিখের আই-৮২৯০ নম্বর বিক্রয় দলিল মূলে অন্তর্ভুক্ত। **বিল্ডিং এর সীমানা (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী):**- উত্তরে- ৩০ ফুট চওড়া মেটাল রাস্তা; দক্ষিণে- জিও টাওয়ার এবং জনাব হাসানুজ্জামান মণ্ডলের জমি; পূর্বে- জনাব মোশারফ হোসেনের বাড়ি এবং দোকান; পশ্চিমে- জনাব মাসুদুল হোসেনের বাড়ি।	**১৬,৯৩,৬১৪.০০/- টাকা** (যোলো লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত চোদ্দ টাকা মাত্র) ৩০.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং তৎসহ প্রযোজ্য সুদ, চার্জ এবং অন্যান্য খরচসমূহ।	**ক) ২৪,৮০,০০০.০০/- টাকা (*)** (চব্বিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৪৮,৮০০.০০/- টাকা** (দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30469832909** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৪.০৬.২০২৬; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ০২.০৫.২০২৬
স্থান: কাসিমবাজার

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৯.০৫.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা :** **প্রয়াত বাসুদেব দাস, আইনি উত্তরাধিকারীগণ/ জামিনদাতা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী** **ক) শ্রীমতি কল্পনা দাস** (স্ত্রী এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা), **খ) শ্রী আশিস দাস** (পুত্র এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী) **গ) শ্রী দেবাশিস দাস** (পুত্র এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী) **ঘ) শ্রীমতি অনিমা দাস** (তপন দাসের স্ত্রী এবং কন্যা এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী)	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৭ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৪৩১ এবং ৪৩৩, আরএস দাগ নং ৭৩৭/৮৯৪, খতিয়ান নং ৫০১, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত **উল্লেখ্য দলিল নং আই-২৫৭৮-১৯৯৬ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** ২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭ এবং হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং আই-১২০-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** ৩) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭ এবং হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং আই-১২২-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** ৪) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭ এবং হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং আই-১২১-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	**১,০৬,২২,১০৬.৯২ টাকা (এক কোটি ছয় লাখ বাইশ হাজার একশ ছয় টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা) ১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০৭.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ৪৫,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৫০,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৫.২০২৬ এবং ২২.০৫.২০২৬**
দ্রষ্টব্য ১ : সম্পত্তি ক্রম নং ১ এবং ২ একই চৌহদ্দিতে অবস্থিত, ফলে ডাকদাতাদের ১ এবং ২ এর সম্পত্তির জন্য যৌথভাবে ডাক দিতে হবে। একক সম্পত্তির জন্য ডাক গৃহীত হবে না।				
২	**ঋণগ্রহীতা(গণ):** **শ্রী সুমিত কুমার বোস,** পিতা সুনীল কুমার বোস **এবং** **শ্রীমতি রাখী কুন্ডু,** স্বামী শ্রী সুমিত কুমার বোস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থতল, উত্তর-পূর্ব কোনে, ব্লক -২ ভবনের বসবাসের কমপ্লেক্স নাম এবং শৈলী কেশব ধাম কমপ্লেক্স, ২ বেডরুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ হল এবং ১ ব্যালকনি, নির্মিত চিহ্নিত অংশ বা জমির অংশে প্রথম তপশিলে লিখিত বর্ণিত মতে, এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ বালি পুরসভা অধীন প্রেমিসেস নং ৮০, লালা বাবু শায়র রোড, পো : বেলুড় মঠ, থানা বালি, জেলা হাওড়া, -৭১১২০২, ওয়ার্ড নং ১২। সম্পত্তি **শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতি রাখী কুন্ডু** এর নামে, **উল্লেখ্য দলিল নং ০৩৭৪৭-২০১০ সালের** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১২০৫ থেকে ১২৪৩, এডিএসআর , হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	**১৯,০৩,৮৮০.০০ টাকা (উনিশ লাখ তিন হাজার আটশ আশি টাকা) ২৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং ২৭.১০.২০২৩ থেকে** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ২০,০২,০০০.০০ টাকা খ) ২,০০,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৫.২০২৬ এবং ২২.০৫.২০২৬**
৩	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী অরিজিৎ মিত্র,** পিতা শ্রী গৌর মিত্র	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-২, ২য়তলে, জি-৩ তলা বসবাসের ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫৭ বর্গফুট কমবেশি এবং ১ কার পার্কিং স্পেস নং ১ পরিমাপ ১২০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, কে ড্রইং তথা ডাইনিং , এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমিতে অবস্থিত ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ৩৭, নন্দী পাড়া, পো বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১১৩-কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার এর অফিস আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, যেমন **হস্তান্তর দলিলে বর্ণিত মতে নং আই-১৬০৪০৫৪৮০-২০২৩ সালের, সম্পত্তি শ্রী অরিজিৎ মিত্র,** পিতা শ্রী গৌর মিত্র এর নামে। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	**৩২,৪৪,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) এবং ০৮.০৮.২০২৫ থেকে** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৫.২০২৬ এবং ২২.০৫.২০২৬**
৪	**ঋণগ্রহীতা :** **ক) শ্রীমতি রিয়া ঘোষ** **খ) শ্রী এস এস রামসুব্রহ্মনিয়ান**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৭০৩, টাইলস মেঝে, লিফট সুবিধা সহ ৮মতল,টাওয়ার সি-৬, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৩৬ বর্গফুট কমবেশি ইডেন সিটি মহেশতলা, পুরসভা হোল্ডিং নং বি১-৯০/এ/১ নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, পো শ্রীরঙ্গাবাদ, থানা মহেশতলা, মৌজা শ্রীরঙ্গাবাদ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা - ৭০০১৩৭, ওয়ার্ড নং ৩১, মহেশতলা পুরসভা অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ উক্ত টাওয়ার সুবিধা, পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সে। সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং আই-২৩৬৮-২০১৮ সালের, সম্পত্তি ১. শ্রী এস এস রামসুব্রহ্মনিয়ান এবং ২. শ্রীমতি রিয়া ঘোষ এর নামে, নথিভুক্ত এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১,ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৭৭৪৩ থেকে ৭৭৭৮৯, দলিল নং ১৬০৭০২৩৬৮-২০১৮ সালের। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	**৩৪,৪৩,৪০৬.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ ছয় টাকা) ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ)** এবং পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০১.০৩.২০২৩ থেকে	ক) ২৪,৭২,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪৭,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৫.২০২৬ এবং ২২.০৫.২০২৬**
৫	**শ্রী অরূপ দত্ত,** পিতা শ্রী দুলাল চন্দ্র দত্ত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২/ডি, তিনতলায় উক্ত বহুতল ভবন পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭২০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেডরুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ২ টয়লেট প্রিভি সহ, ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৭ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত বহুতল ভবন অবস্থিত মৌজা ইছাপুর, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আরএস দাগ নং ৫১২০, ৫১১৯/৫৫৫৯ এবং ৫১১৯, এলআর দাগ নং ৮২৩৫, ৮২৩২ এবং ৮২৩৩, আরএস খতিয়ান নং ১২০৫ এবং ১৬৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২২৬৯, ৮২৪০/১, ৩৬৩১, ৩৭১২, ৭৬১৮, ৭৬৯৫, স্থানীয় উত্তর বারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৮ (নতুন) অধীন, হোল্ডিং নং ৩০০, স্ট্র্যান্ড রোড, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৪ **স্বত্ব দলিল নং আই-০৮৩২৯/২০২২, সম্পত্তি শ্রী অরূপ দত্ত এর নামে।** (সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)	**৩১,০৪,৪৬০.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ চার হাজার চারশ ষাট টাকা) ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০১.০২.২০২৩ থেকে বকেয়া	ক) ২৩,৩২,০০০.০০ টাকা খ)২,৩৩,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৮.০৫.২০২৬ এবং ২২.০৫.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু একই পরিবারের চার সদস্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: একটি ছোট লরির সঙ্গে ডাম্পারের ধাক্কায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। হুগলির সিঙ্গুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একই পরিবারের চার সদস্যের। মৃতদের নাম পরিতোষ কীর্তনীয়া (৫৯), কাজল কীর্তনীয়া (৫৫) এবং তাঁদের দুই মেয়ে ফুলি মুখোপাধ্যায় (৩৩), মিঠু বাগ (৩১)। দুর্ঘটনায় আরও পাঁচ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডানকুনি এলাকা থেকে একটি পরিবার ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন মিলে মোট ১০ জন সদস্য গয়ায় পিন্ডদান করতে গিয়েছিলেন। এ দিন ভোরে একটি ছোট লরিতে ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিঙ্গুরের রতনপুরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্পারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়িটি। গুরুতর আহত হন গাড়ির চালক-সহ মোট ১০ জন।

আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি সিঙ্গুর ট্রমা কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চার জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। অন্যদিকে ঘটনায় আহত ৬ জনের মধ্যে ৫ জনকে সিঙ্গুর ট্রমা কেয়ার সেন্টার থেকে ওয়ালশ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আহতের মধ্যে একজন শিশুকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

মানুষ ভোট দিয়েছে, তাই তৃণমূল ভয় পাচ্ছে, বললেন বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনা কলেজের স্ট্রংরুম ঘিরে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত। শনিবার স্ট্রংরুম পরিদর্শনে এসে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, মানুষ ভোট দিয়েছেন, তাই তৃণমূল ভয় পাচ্ছে। স্ট্রংরুমে ঢোকার আগে যে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে কোনওভাবেই কিছু করা সম্ভব নয়। অকারণে তৃণমূল নেতারা ভয় পাচ্ছেন এবং রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন। তিনি আরও কটাক্ষ করে বলেন, তারা নিজেরা কত ভোট পান, তা নিজেরাই জানেন না। ছাপ্পা ও ভোট চুরির অভিযোগ এতদিন ছিল বলেই মানুষের ওপর তাদের আস্থা নেই।

এদিন গোপাল চট্টোপাধ্যায় স্ট্রং রুমে প্রবেশের সময়ই মন্তেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা বিদায়ী মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী গাড়ি নিয়ে কালনা কলেজ চত্বরে প্রবেশ করেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি প্রার্থী জানান, তাঁর জানা অনুযায়ী এভাবে গাড়ি নিয়ে প্রবেশের নিয়ম নেই। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলেও জানান। যদিও পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর গাড়িটি কলেজ চত্বরের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই স্ট্রংরুমকে ঘিরে তৃণমূল-বিজেপির রাজনৈতিক চাপানউতোর আবারও সামনে এল।

ঝাড়গ্রামে গণনাকেন্দ্র পরিদর্শনে কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শুক্রবার দুপুরে ঝাড়গ্রামের রানি ইন্দিরাদেবী গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজের স্ট্রং রুম ও গণনাকেন্দ্র খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। আগামী ৪ মে এই গণনা কেন্দ্রে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের ভোটগণনা হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রবল ঝড় বৃষ্টির সময় এই গণনাকেন্দ্রের পাশে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। যদিও সঙ্গে সঙ্গেই তা নিভিয়ে ফেলা হয়। স্ট্রং রুমের সামনে আগুন লাগার ঘটনার পরই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ঝাড়গ্রামের ওই কলেজে পৌঁছে সমস্ত ব্যাবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন। ওই সময় জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও পর্যবেক্ষক-সহ সমস্ত আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নিট (ইউজি) ২০২৬

১৩২০ পরীক্ষার্থীর জন্য পাঁচ কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তা ও বায়োমেট্রিক নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাত পোহালেই দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা 'নিট ইউজি' (২০২৬)। এই হাই-ভোল্টেজ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। জেলার ৫টি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রে মোট ১৩২০ জন পরীক্ষার্থী এবার জীবনযুদ্ধের এই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে চলেছেন। পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং যেকোনো ধরনের জালিয়াতি রুখতে এবার নজিরবিহীন নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে প্রতিটি কেন্দ্র।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার পরীক্ষায় কড়া নজরদারির জন্য মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহারের পাশাপাশি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর বায়োমেট্রিক যাচাই করা হবে। এমনকি পরীক্ষার্থীর বাবা ও মায়ের নামও আলাদা ভাবে মিলিয়ে দেখা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে বসানো হয়েছে শক্তিশালী জ্যামার, যাতে মোবাইল নেটওয়ার্ক বা কোনো ইলেকট্রনিক সিগন্যাল ব্যবহার করে কারচুপি না করা যায়। এছাড়া প্রতিটি পরীক্ষা কক্ষ সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে থাকবে, যা সরাসরি ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) মনিটর করবে। এমনকি পরীক্ষা চলাকালীন প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ভিডিওগ্রাফিও করা হবে।

পরীক্ষার্থীদের জন্য এবার জারি করা হয়েছে কঠোর পোশাক বিধি। জানানো হয়েছে, ফুল হাতা জামা পরে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রয়োজনে পরীক্ষার্থীদের হাতা গুটিয়ে তল্লাশি চালানো হবে। ব্লুটুথ ডিভাইস নিয়ে কারচুপি রুখতে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে জুতোর ওপর। অনেক ক্ষেত্রে জুতো খুলিয়ে চটি পরে কেন্দ্রে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।

পরীক্ষার্থীদের সকাল ১১টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে রিপোর্টিং করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। তবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (সিডব্লিউএসএন) পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাড়তি এক ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তাদের জন্য নিচতলায় বিশেষ কক্ষের ব্যবস্থা থাকছে।

জেলায় নির্ধারিত পাঁচটি কেন্দ্র হল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (২৪০ জন), জহর নবোদয় বিদ্যালয় (২৪০ জন), বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয় (২৪০ জন), আশুতোষ বালিকা বিদ্যালয় (২৪০ জন) এবং নালন্দা বিদ্যাপীঠ হাই স্কুল (৩৬০ জন)। প্রতিটি কেন্দ্র প্রতি ২৪ জন পরীক্ষার্থীর জন্য ২ জন করে পরিদর্শক থাকবেন। পাশাপাশি মহিলা পরীক্ষার্থীদের জন্য অন্তত একজন মহিলা ইনভিজিলটরের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কঠোর নিরাপত্তা বিধি মেনে চলতে হবে পরীক্ষার্থীদের।

পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই দুই পাতার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে আনতে হবে, যার প্রথম পাতায় পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং দ্বিতীয় পাতায় পোস্টকার্ড সাইজ ছবি লাগানো থাকতে হবে। এছাড়াও উপস্থিতিপত্রে লাগানোর জন্য একটি অতিরিক্ত পাসপোর্ট ছবি সাথে রাখতে হবে। স্বচ্ছ জলের বোতল ছাড়া অন্য কোনো কিছু বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস সাথে রাখা যাবে না। জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তর জেলার এই ৫টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করতে সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছে।

ভোট শেষ হতেই মেমারি স্টেশনে ফের উচ্ছেদের নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: পূর্ব বর্ধমানের মেমারি রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় আবারও উচ্ছেদ নোটিশ জারি করল পূর্ব রেল। রেলের পক্ষ থেকে স্টেশন চত্বরের আশপাশে রেলের জমি দখল করে যেসব ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে দোকানপাট খুলে বসেছেন বা বসবাস করছেন, তাঁদের উদ্দেশে এই নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশে স্পষ্ট ভাবে জানানো হয়েছে, রেলের জমির ওপর যারা ঘর তৈরি করে ব্যবসা বা বসবাস করছেন, তাঁদের ২ তারিখের মধ্যে জায়গা খালি করতে হবে।

অন্যথায় ০৩ তারিখে রেল কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে উচ্ছেদ অভিযান চালাবে এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই ঘোষণাকে ঘিরে এলাকায় বসবাসকারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বহু বছরের জীবিকা ও বাসস্থানের অনিশ্চয়তায় পড়ে তাঁরা এখন দিশেহারা। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, উচ্ছেদে তাঁদের আপত্তি নেই, তবে আগে বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মেমারি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রাসবিহারী হালদার। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরে স্টেশন ম্যানেজারের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। রাসবিহারী হালদার প্রশ্ন তোলেন, ভোট শেষ হওয়ার পরই উচ্ছেদের নোটিশ,তা হলে কি ভোটের জন্যই এতদিন অপেক্ষা করা হয়েছিল? তিনি ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে জানান, তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার চেষ্টা করা হবে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে, আর সকলের নজর এখন প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

শ্রমিক স্বার্থে নতুন লড়াইয়ের ডাক, মে দিবস পালনে সরব জেলা বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: যথাযোগ্য মর্যাদায় বালুরঘাটে পালিত হল ১৫১তম আন্তর্জাতিক মে দিবস। শুক্রবার জেলা বামফ্রন্টের আহ্বানে বালুরঘাট শহরে এক বিশাল মিছিল বের করা হয়। মে দিবসের লাল পতাকায় সজ্জিত এই মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার এবং আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে সরব হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রম নীতির কড়া সমালোচনা করেন বাম নেতৃত্ব। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘ লড়াইয়ের বিনিময়ে অর্জিত শ্রমিকদের অধিকারগুলি বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চাপে আজ বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণিকে নতুন করে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদমাধ্যমের সামনে জেলা বামফ্রন্ট আহ্বায়ক নন্দলাল হাজরা বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মে দিবসের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একসময় ১৪-২০ ঘণ্টার বদলে ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারগুলি বিভিন্ন আইনের মারপ্যাঁচে আবারও শ্রমিকদের ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা খাটিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'শ্রম কোড' বা লেবার আইনের বিরোধিতা করে তিনি আরও বলেন, 'আমাদের অর্জিত অধিকার রক্ষা করতে এবং এই শ্রমিক বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে আবারও নতুন করে লড়াই শুরু করতে হবে। মে দিবসের এই ঐতিহাসিক দিনে আমাদের শপথ হোক, শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা।' এদিনের এই মিছিলে বামফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলের নেতা-কর্মী ছাড়াও শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগদান করেন। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সভার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মসংস্থানের দাবিতে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

একাধিক গাড়ির সংঘর্ষে লরিতে আগুন, দগ্ধ হয়ে মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির সিঙ্গুরের গোপালনগর এলাকায় আগ্রা-কলকাতা ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ডানকুনিগামী লেনে। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরে জাতীয় সড়কে দুই ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত হন এক ব্যক্তি। এরপরেই জাতীয় সড়কে অন্যান্য গাড়ির গতিবেগ কমে গেলে চলন্ত গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি বালি বোঝাই লরি। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে লরিটি। কেবিনের মধ্যেই পুড়ে মৃত্যু হয় চালকের। মৃত চালকের নাম রঞ্জিত তাঁতি (৩৩)। তাঁর বাড়ি ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে।

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার ভোরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ডানকুনিগামী লেনে একটি ডাম্পারের সঙ্গে অন্য একটি ডাম্পারের ধাক্কা লাগে। ঘটনায় আহত হন এক ডাম্পারের চালক। এই ঘটনায় এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলির গতিবেগ কমে যায়। এরপরেই ঘটে দ্বিতীয় দুর্ঘটনা। ধীরগতিতে চলতে থাকা একটি গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে বালি বোঝাই একটি লরি।

ঘটনায় দুমড়ে যায় লরিটির সামনের অংশ। আগুন ধরে যায় লরিতে। লরির কেবিন থেকে বেরোতে না পেরে ভিতরেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় চালক রঞ্জিতের। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ খবর দেয় দমকল বাহিনীকে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভায়।

চার জেলার ২৮ প্রার্থীকে নিয়ে সুনীল বনসলের রুদ্ধদ্বার বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা। তার আগেই ঘর গোছাতে মরিয়া বিজেপি। শনিবার বিকেলে আসানসোলের একটি বেসরকারি হোটেলে পুরুলিয়া বিভাগের চারটি সাংগঠনিক জেলা (বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আসানসোল ও পুরুলিয়া) প্রার্থীদের নিয়ে এক বিশেষ রুদ্ধদ্বার বৈঠকেরআয়োজন করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল, রাজ্য পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব এবং রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব।

আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী তথা বিজেপি রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি অগ্নিমিত্রা পাল জানান, 'এই লড়াইটি কেবল সাধারণ নির্বাচন নয়। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে গণনার দিন কোনও প্রকার ভুলত্রুটি এড়াতেই এই বৈঠকের আয়োজন। তিনি বলেন, ক্যান্ডিডেটের হাতে সার্টিফিকেট আসা অবধি পুরো কাজ যেন ঠিক ভাবে সম্পন্ন হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা একটি সঠিক মেকানিজম তৈরি করতে চাইছি। যার জন্য যা যা প্রয়োজন তা দলীয় কর্মীদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

এক্সিট পোল নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অগ্নিমিত্রা জানান, শুধুমাত্র সংবাদ মাধ্যমেরএক্সিট পোলের ওপর নির্ভরশীল নন। গ্রাউন্ড লেভেল থেকে পাওয়া বিশ্লেষণ অনুযায়ী তারা নিশ্চিত যে এবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন করছে এবং সাধারণ জনগণ নতুন সরকার গড়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে।

ভদ্রেশ্বর ঘুঙ্গিরখাল জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ঘুঙ্গিরখাল জগন্নাথ মন্দিরের দ্বাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ১ মে ২০২৬, বুদ্ধপূর্ণিমার দিন পালন করা হল, চিফ অডিটর কল্যাণচন্দ্র ঘোষ বলেন উপস্থিত ছিলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী প্রলয় চক্রবর্তী মহাশয় ২১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রী বাপি মালিক মহাশয় প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী প্রকাশ গোস্বামী মহাশয়। মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী সুব্রত মণ্ডল, সম্পাদক শ্রী সুনীল কারক, চিফ অডিটর কল্যাণ চন্দ্র ঘোষ ট্রেজারার রামলাল কর্মকার এবং মন্দির কমিটির সকল সদস্য বৃন্দ। চেয়ারম্যান সুব্রত মণ্ডলের সহযোগিতা ৫০ জন দুস্থ মহিলাদের শাড়ি দান করেন,সকালে কুপণের মাধ্যমে স্পেশাল ভোগ ৩৬০ জন মানুষকে দেওয়া হয় সন্ধ্যায় ২০০০ মানুষকে ভোগ দেওয়া হয়,সারাদিন

পুজো পার্বন এর মধ্যে দিয়ে এলাকার মানুষ অংশগ্রহণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন মন্দিরের নিত্য পূজা সন্ধ্যায় হরিনাম হয়ে থাকে মন্দির কমিটির মন্দির সংলগ্ন জমি কিনেছেন সেখানে খুব শীঘ্রই নাটমন্দির তৈরির কাজ শুরু হবে। এছাড়া জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা উৎসব এলাকায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেয় এলাকার পুরসভা, পঞ্চায়েত, থানা, বিদ্যুৎ দপ্তর, ব্যবসায়ীরা।

পুরসভার বাথরুম-ট্যাপ দখল করে বাড়ি তৈরি অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সরকারি জায়গায় গড়ে ওঠা বাথরুম ও পানীয় জলের ট্যাপকে পাকার প্রাচীর তুলে ঘর করার অভিযোগ উঠল আরামবাগ পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের কাঁটামনি এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়রাম সাউ নামে এক ব্যক্তি সরকারি জায়গা দখল করে ঘর তৈরি করছেন বলে অভিযোগ। যদিও তার ভাইপো চন্দন সাউ বলেন, 'আমাদেরই জায়গার পাশে তৎকালীন সময়ে পুরসভার পক্ষ থেকে বাথরুম ও পানীয় জলের ট্যাপ করতে দেওয়া হয়। বর্তমানে সকলের বাড়িতে পানীয় জলের ট্যাপ চলে গেছে। এখন আর ব্যবহার হয় না। তাই আমার কাকার ঘরের দরকার। তাই ঘর করছে।' কিন্তু স্থানীয় মানুষের অভিযোগ ওই সাউ পরিবার ইচ্ছা করে সরকারি জায়গা দখল করার জন্য বাথরুম বন্ধ করে দেয়। ট্যাপ বন্ধ হয়ে যায়। আরামবাগ পুরসভা অথবা পিডব্লিউডির কাছ থেকে কোনও অনুমতি নেয়নি।

তবে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ স্থানীয় কিছু উর্তি তৃণমূল নেতার মদতে সরকারি জায়গা দখল করার সাহস পায় জয়রাম সাউ। তা না-হলে সরকারি জায়গা দখল হত না। এই বিষয়ে আট নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও জয়রাম সাউয়ের পাশের জায়গার মালিক, মহঃ সামস উদ্দিন বলেন, 'এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। তনে নতুন কিছু তৃনমুল নেতা পুরো ওয়ার্ডে দুর্নীতি করছে। পিডব্লিউডির জায়গা বেচে খাচ্ছে। টাকা নিচ্ছে। প্রচুর নোংরামি হচ্ছে। প্রথমে পার্টি থেকে বাঁধা দেয়। পুরসভার বাথরুম ছিল ও পানীয় জলের ট্যাপ ছিল। তা দখল করে নিয়েছে। পৌরসভাকে জানানো হবে।'

স্ট্রংরুমে রাতে পাহারায় স্বপন দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ শুক্রবার রাতে নিজেই কালনা কলেজের স্ট্রংরুমের বাইরে পাহারায় বসেন। এবার বিধানসভা নির্বাচন শেষে কালনা কলেজে তৈরি করা হয়েছে স্ট্রংরুম, যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম।নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে স্ট্রং রুমের বাইরেই পাহারায় বসেন স্বপন দেবনাথ।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, এদের ওপর ভরসা নেই। কিছুক্ষণের জন্য সিসিটিভি বন্ধ ছিল। তাই ইভিএম যেখানে রাখা আছে, সেই ঘরের তালা ও সিল ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে এসেছিলেন। যদিও তাকে দূর থেকে দেখানো হয়েছে। সিসিটিভি সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকার ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতিতে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

শুক্রবারই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কোনও রকম গণ্ডগোল যাতে না-হয়, সেই জন্য ২ ও ৩ তারিখও রাত জেগে পাহারা দেওয়া হবে।শুক্রবার রাতে সেই মতো স্ট্রংরুমের বাইরে নজরদারিতে ছিলেন প্রার্থী নিজেই।স্ট্রংরুমের নিরাপত্তায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবুও তৃণমূল থেকে বিজেপি সব দলই নিরাপত্তার বিষয়ে বার বার অভিযোগ তুলে নিজেরাই স্ট্রং রুমের বাইরে পাহারায় বসছেন।

অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষ পাতিত্বের অভিযোগ তুলছেন।দুই দলের অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের জেরে এখন সরগরম গোটা স্ট্রং রুম চত্বর।

ভোট মিটতেই বাড়তে পারে পেট্রল এবং ডিজেলেরও দাম

নয়াদিল্লি, ২ মে: ভোটপর্ব মিটেছে। একধাক্কায় গ্যাসের দাম প্রায় হাজার টাকা বাড়িয়েছে মোদী সরকার। একই পথে হেঁটে এবার পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়াতে পারে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছে সরকার। সেক্ষেত্রে লিটার পিছু ৪ থেকে ৫ টাকা বাড়তে পারে জ্বালানি তেলের দাম। যদি তা হয়, সেক্ষেত্রে ৪ বছর পর জ্বালানি তেলের দাম বাড়বে দেশে। একইভাবে বাড়তে পারে মধ্যবিত্তের রান্নার গ্যাসের দামও। সেক্ষেত্রে এক ধাক্কায় ৪০-৫০ টাকা দাম বাড়বে ১৪ লিটারের রান্নার গ্যাসের। উল্লেখ্য, ভোট মিটতেই জ্বালানির দাম বাড়ানো শুরু করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি। প্রথম কোপটা এসেছে বাণিজ্যিক গ্যাসের উপর। ১০০-২০০ টাকা নয়, শুক্রবার একধাক্কায় সিলিন্ডারপিছু ৯৯৩ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। এখানেই শেষ নয়, দাম বাড়ানো হয়েছে অটোর এলপিজিরও। একধাক্কায় ৬ টাকা ৪৪ পয়সা দাম বেড়েছে অটোর জ্বালানির। আশঙ্কা করা হচ্ছে এবার কোপ পড়তে পারে জ্বালানি তেল ও মধ্যবিত্তের রান্নার গ্যাসের উপর।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে বিশ্বজুড়ে তেল সংকট চরম আকার নিয়েছে। গুরুতর সেই পরিস্থিতিতে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যাপকভাবে বাড়লেও যুদ্ধের আঁচ দেশবাসীর উপর আসতে দেয়নি সরকার। তবে ৫ রাজ্যের ভোটপর্ব মিটতেই এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে সরকার। সরকারি সূত্রকে উদ্ধৃত করে একাধিক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, আগামী ৫-৭ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

অপরিশোধিত তেলের দামে আকস্মিক বৃদ্ধির জেরে তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলোর (ওএমসি) উপর চাপ বাড়তে শুরু করেছে ব্যাপকভাবে। এতদিন ধরে বর্ধিত উৎপাদন খরচ নিজেরাই বহন করে আসছে ওএমসি। গ্রাহকদের উপর সেই ভার এতদিন চাপানো হয়নি। ফলে লাভের পরিমাণ ক্রমশ কমছে, যার জেরেই সরকারের উপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে সংস্থাগুলি। তবে তেলের দাম বাড়লে দেশে মুদ্রাস্ফীতির তৈরি হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে এত প্রভাব যাতে ন্যূনতম থাকে সে বিষয়েও ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে নৌকোডুবিতে মৃত্যু ৯ জনের, নিখোঁজ বহু

ভোপাল, ২ মে: বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের বার্গি বাঁধে নৌকোডুবি হয়েছে। দুর্ঘটনায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ন'জনের দেহ মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। নিখোঁজ এখনও অনেকে। উদ্ধারকাজ চলছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র লোধী, বিজেপি বিধায়ক আশিস দুবে। জানা গিয়েছে, জবলপুরের এই বাঁধটি পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ। বাঁধের জলে নৌকোসফরের বন্দোবস্ত রয়েছে। ছোট ছোট ক্রুজে করে পর্যটকদের ঘোরানো হয়।

বৃহস্পতিবার বিকেলে একটি ক্রুজে ২৯ জন পর্যটক উঠেছিলেন। তার পর সেটি নর্মদার মাঝ বরাবর যেতেই হঠাৎ ঝড় শুরু হয়ে যায়। নদীর জলের ঢেউ বাড়তে থাকে। জল উথালপাথাল করতে থাকে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, প্রচণ্ড বেগে হাওয়া চলছিল। পাড় থেকেই ক্রুজ চালককে সতর্ক করেন অনেকে। সেটিকে পাড়ে

ফিরিয়ে আনার জন্য বলা হচ্ছিল বার বার। কিন্তু বেশ কিছু ক্ষণ ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করার পর ক্রুজটি এক দিকে হেলে যায়। তার পর সেটি ধীরে ধীরে জলে তলিয়ে যায়। পাড়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দেখতে হচ্ছিল অন্য পর্যটকদের। স্থানীয়েরা অবশ্য কয়েক জনকে দড়ির সাহায্যে উদ্ধার করেন। তাঁদের পরনে লাইফজ্যাকেট ছিল। ক্রুজটির ছাদের দিক জলের নীচে চলে যায়। ফলে অনেকে লাইফজ্যাকেট পরে থাকা সত্ত্বেও ভিতরে আটকে পড়েছিলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, সব যাত্রীকে লাইফজ্যাকেট দেওয়া হয়নি। কয়েক জন পেয়েছিলেন। তবে মৃতের আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

শুক্রবার সকালে উদ্ধার হওয়া দেহগুলোর মধ্যে মর্মভেদী এক দৃশ্য সারা দেশের সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। একটি লাইফজ্যাকেট। সেই লাইফজ্যাকেটে চার বছরের সন্তানকেও ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন মা। তার পর জাপটে ধরে রেখেছিলেন। ডোবার মুহূর্তেও সন্তানকে আগলে রেখেছিলেন মা। যখন দেহ উদ্ধার হল, দেখা যায় নৌকোয় ওঠার পর যে ভাবে লাইফজ্যাকেটে সন্তানকে আষ্টেপৃষ্ঠে রেখেছিলেন তিনি, ঠিক সে ভাবেই ধরা ছিল। আলগা হয়নি মায়ের হাত। এই দৃশ্য উদ্ধারকারীদেরও কাঁদিয়ে দিয়েছে। শুক্রবার সকাল উদ্ধার হয়েছে ওই মহিলা ও তাঁর সন্তানের দেহ।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং আরও কয়েকটি উদ্ধারকারী দল যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনার পর পর চার জনের দেহ উদ্ধার হয়। রাতভর উদ্ধারকাজ চলে। শুক্রবার সকালের মধ্যে ন'জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয়েরা বলছেন, যে দৃশ্য তাঁদের নাড়িয়ে দিয়েছে তা হল, সন্তানকে বুকে আগলে রাখা অবস্থাতেই মহিলার উদ্ধার হওয়া দেহ। এক জন বলেন, 'এ দৃশ্য ভোলার নয়।' এমন দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীও।

পঞ্জাবে আস্থা ভোটে

ভাঙনের আশঙ্কাতেও জয়ী আপ

চণ্ডীগড়, ২ মে: কয়েকদিন আগে আপ ছেড়েছেন রাঘব চাড্ডা-সহ ৭ জন সাংসদ। এরপর গুঞ্জন ছড়াচ্ছিল, পঞ্জাবেও আপের হাল গুরুতর। ২৮ জন বিধায়ক দল ছাড়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। এমনটাই দাবি করেছেন হরিয়ানায় আপের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি নবীন জয়হিন্দ। তাঁর মতে, পঞ্জাবে আম আদমি পার্টির অন্দরে অসন্তোষ চরম আকার নিয়েছে। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতেও স্বস্তি আম আদমি পার্টির পঞ্জাবে শিবিরে। সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিধানসভায় আস্থা ভোটে জয়ী হল আপ। চলতি মাসের প্রথমদিকে রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাঘবকে। তখন থেকেই আপ সাংসদের বিজেপিযোগের জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। সেসময়ে অশোক মিত্তলকে বসানো হয় রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদে। কিন্তু তিনিও এবার নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে। আর এরপর সব জল্পনা সত্যি করে রাঘব চলে যান পদ্ম শিবিরে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি পঞ্জাবেও আপের ক্ষমতা হারানো স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। এবার আস্থা ভোটের জয় কেজরিদের অস্বস্তি কাটাবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ১১৭ সদস্যের বিধানসভায় আপের সদস্য ৯৪ জন। বাকিদের মধ্যে ১৬ জন কংগ্রেস। এছাড়া বিএসপি ও এসএডির একজন করে রয়েছেন। এছড়া বিজেপির দুই বিধায়ক ও একজন নির্দল বিধায়ক রয়েছেন। এদিকে আম আদমি পার্টির ১০ জন রাজ্যসভা সাংসদের মধ্যে ৭ জনই দল ছাড়ায় আস্থা ভোট নিয়ে একটা সংশয় ছিল। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান জোর দিয়ে বলেন, নেতিবাচক খবর ও গুজব ছড়িয়ে পড়ছে রাজ্যসভার সদস্যরা দল ছাড়ায়। সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'শোনা যাচ্ছিল আপের ৪০ থেকে ৬৫ জন বিধায়ক নাকি দল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাঁদের সেই সমস্ত জল্পনা-কল্পনার আজ অবসান ঘটল।'

নেটো-সদস্য দেশ থেকে ৫ হাজার মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত

ওয়াশিংটন, ২ মে: নেটো-র সদস্য দেশ থেকে পাঁচ হাজার মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন ট্রাম্প।

ইরানের সঙ্গে আমেরিকা যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে, তাতে ইউরোপের বন্ধু দেশগুলির থেকে কাঙ্ক্ষিত সাহায্য পায়নি ওয়াশিংটন। অনেক দেশই যুদ্ধে জড়াতে চায়নি। কোনও কোনও দেশ আবার মার্কিন নীতির সমালোচনা করেছে রাখঢাক না-করেই। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ইউরোপের এই ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ বার পদক্ষেপের সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেললেন। জোর্মানিতে নিযুক্ত পাঁচ হাজার মার্কিন সেনা আগামী ছয় থেকে ১২ মাসের মধ্যে ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা হবে। এই মুহূর্তে ইউরোপের দেশটিতে ৩৫ হাজার মার্কিন সৈন্য রয়েছে। এটাই ইউরোপের মধ্যে সর্বোচ্চ। পেন্টাগনের এক সিনিয়র আধিকারিক জানিয়েছেন, সমগ্র

ইউরোপের ব্যবহারে হতাশা থেকেই জার্মানি থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে সমর্থন ইউরোপের কাছ থেকে আমেরিকা আশা করেছিল, তা পাওয়া যায়নি। এতে প্রশাসন ক্ষুব্ধ, বিরক্ত। জার্মান চ্যান্সেলরের সাম্প্রতিক বক্তব্যকে 'অনুপযুক্ত এবং অর্থহীন' বলে উল্লেখ করেছেন পেন্টাগনের ওই আধিকারিক। ইউরোপের সমালোচনা করতে গিয়ে ট্রাম্প একাধিক বার দাবি করেছেন, সেখানকার দেশগুলি মার্কিন সেনার কাছ থেকে সবরকম সুযোগসুবিধা নিয়ে থাকে। কিন্তু পরিবর্তে আমেরিকার প্রয়োজনের সময়ে হাত গুটিয়ে নেয়। ইরানের সঙ্গে সংঘাতের আবহে হরমুজ প্রণালী নিয়ে যে বিতর্ক এবং অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, তা কাটাতে নেটো-র সদস্য দেশগুলির হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন ট্রাম্প। দাবি করেছিলেন, ইউরোপ থেকে নৌবাহিনী হরমুজে পাঠানো হোক। তাতে ইরানকে চাপে রাখা যাবে। কিন্তু অধিকাংশ দেশই তা করতে রাজি হয়নি। শুধু জার্মানি নয়, ইতালি এবং স্পেনের সঙ্গেও আমেরিকার মতানৈক্য প্রকাশ্যে এসেছে। আন্তর্জাতিক জোট নেটো-র অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র জার্মানি। গত কয়েক দিন ধরে ইউরোপের এই দেশের সঙ্গে আমেরিকার সংঘাত প্রকট হয়েছে। জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্জ প্রকাশ্যে দাবি করেছেন, সমঝোতা নিয়ে ইরান দ্বারা অপমানিত হয়ে চলেছে আমেরিকা। তাঁর এই মন্তব্যের সমালোচনা করে পেন্টাগন। তার পরই শুক্রবার জার্মানি থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে তারা।

সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন

ইজরায়েলের হামলায় লেবাননে নিহত ১২

জেরুজালেম, ২ মে: সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে লেবাননে ফের হামলা চালাল ইজরায়েল। সংবাদমাধ্যম 'আল জাজিরা'র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার দক্ষিণ লেবাননের নাবাতিয়েহ জেলার হাব্বুশ এলাকায় ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় এক শিশু-সহ মৃত্যু হল অন্তত ১২ জনের। আহত হয়েছেন আরও আটজন।

লেবাননে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়ার অন্যতম কারণ হল ইরান-আমেরিকা সংঘাত। কারণ, এখনও দু'দেশ কোনও সমাধানসূত্রে আসতে পারেনি। মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে তেহরান আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়েছে, পরমাণু আলোচনায় বসতে হলে তাদের দু'টি শর্ত মানতে হবে। প্রথমত, ইরান এবং লেবাননে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধ থামাতে হবে। পাশাপাশি, নতুন করে যাতে সংঘাত সৃষ্টি না হয়, তা-ও নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, হরমুজ প্রণালীতে আমেরিকা যে অবরোধ তৈরি করে রেখেছে, তা তুলতে হবে। কিন্তু ইরানের দেওয়া প্রস্তাব মানতে নারাজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের বারুদ জমছে বলেই আশঙ্কা। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে মার্কিন-ইজরায়েলি যৌথ হামলার পরই ফুঁসে উঠেছিল তেহরান মদতপুষ্ট লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লা। বদলার আগুনে ইজরায়েলে গোলাবর্ষণ শুরু করে তারা। পালটা জবাব দেয় তেল আভিভও। লেবাননের রাজধানী বেইরুট-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলা শুরু করে তারা। তবে সেই হামলা আর বন্ধ হয়নি। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত-সহ আরও ৩০টি দেশও। ইজরায়েলি হামলায় লেবাননে মৃতের সংখ্যা ২ হাজার পার। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেবানন-ইজরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করেন। তার মধ্যেই লেবাননে ফের হামলা চালাল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশ।

ময়দান

জয়ের ছন্দে রয়েছে কেকেআর, আজ একাদশে কি ঢুকবেন মাথিশা পাথিরানা?

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি আইপিএলের শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি কলকাতা নাইট রাইডার্সের। টানা ছয় ম্যাচে হার দলের আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা দিয়েছিল। সমর্থকদের মধ্যে হতাশা বাড়ছিল, আর দলও যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তবে সেই কঠিন পরিস্থিতি থেকে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছে নাইটরা। শেষ দুই ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালস এবং লখনৌ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে জিতে তারা আবার লড়াইয়ে ফেরার বার্তা দিয়েছে। এই দুই জয়ের ফলে দল কিছুটা স্বস্তি পেলেও, সমর্থকদের মনে এখন নতুন কৌতূহল, কবে মাঠে নামবেন দলের অন্যতম দামি পেসার মাথিশা পাথিরানা?

শ্রীলঙ্কার এই তরুণ পেসার চোটের কারণে টুর্নামেন্টের শুরুতে খেলতে পারেননি। তবে তিনি এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। শুধু যোগ দেওয়াই নয়, নিয়মিত অনুশীলনেও অংশ নিচ্ছেন এবং নেটে ভালো ছন্দে বোলিং করছেন বলেই জানা যাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্যাচেই কি তাঁর অভিষেক হতে চলেছে?

এই বিষয়ে দলের বোলিং কোচ টিম সাউদি কিছুটা সতর্ক ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, পাথিরানা প্রস্তুত থাকলেও তাঁকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি নির্ভর করছে ম্যাচের পরিস্থিতি এবং দলের ভারসাম্যের উপর। সাউদির কথায়, কোনও খেলোয়াড়ের ফর্ম বা প্রস্তুতি

যতই ভালো হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত একাদশ গঠনের ক্ষেত্রে টিম কম্বিনেশনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বিদেশি ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্ব পায়, কারণ নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি বিদেশি খেলোয়াড়কে দলে রাখা যায় না। বর্তমানে কেকেআর যে দল নিয়ে পরপর দুই ম্যাচে জিতেছে, সেই দলেই খুব বেশি পরিবর্তন আনতে চাইছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। জয়ী দল ভাঙতে অনীহা থাকাই স্বাভাবিক। তাই পাথিরানাকে সুযোগ দিতে গেলে কাউকে না কাউকে বাদ দিতেই হবে, আর সেটাই এখন সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তের জায়গা। এই কারণেই কোচিং স্টাফ তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না।

তবে পরিসংখ্যান বলছে, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পাথিরানার পারফরম্যান্স মন্দ নয়। তিনি এই দলের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচে খেলেছেন এবং তিনটি উইকেট নিয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, হেনরিখ ক্লাসেনকে তিনি আইপিএলে একাধিকবার আউট করেছেন। এই তথ্য নিঃসন্দেহে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে ভাবাবে, কারণ ক্লাসেন বর্তমানে হায়দরাবাদের অন্যতম বড় শক্তি।

সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ আকর্ষণীয় জায়গায় দাঁড়িয়ে। একদিকে রয়েছে ফর্মে থাকা একটি জয়ী দল, অন্যদিকে দলে যোগ দেওয়া এক প্রতিভাবান পেসার, যিনি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। শেষ পর্যন্ত কেকেআর কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা জানা যাবে ম্যাচের দিনই। এখন দেখার বিষয়, হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেই কি নাইট জার্সিতে পাথিরানার প্রথম উপস্থিতি দেখা যাবে, নাকি আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে সমর্থকদের।

চিপকে জয় পেল চেন্নাই! ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্লে অফের আশা প্রায় শেষ মুম্বইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের অন্যতম আকর্ষণীয় দ্বৈরথ চেন্নাই ও মুম্বইয়ের লড়াই। এই দুই দল মিলিয়ে মোট দশবার শিরোপা জিতেছে, তাই তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ সব সময়েই বিশেষ গুরুত্ব পায়। সমর্থকেরা এই ম্যাচকে প্রায়ই 'আইপিএলের এল ক্লাসিকো' বলে উল্লেখ করেন। তবে চলতি আসরে এই মর্যাদাপূর্ণ লড়াইয়ে সম্পূর্ণ প্রাধান্য দেখিয়েছে চেন্নাই। তারা ইতিমধ্যেই মুম্বইকে দু'বার পরাজিত করেছে;একবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে এবং এবার চিদম্বরম স্টেডিয়ামে। সর্বশেষ ম্যাচে চেন্নাই সাত উইকেটে সহজ জয় তুলে নেয়।

এই ম্যাচে টসে জিতে মুম্বইয়ের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন, যা পরে ভুল প্রমাণিত হয়। শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে মুম্বই, ফলে বড় রানের ভিত গড়ে ওঠেনি। ওপেনিংয়ে রায়ান রিকেলটন ও উইল জ্যাকস নামলেও জ্যাকস দ্রুত আউট হয়ে যান। এরপর রিকেলটন ও নমন ধীর মিলে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং দ্বিতীয় উইকেটে মূল্যবান রান যোগ করেন। রিকেলটন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলছিলেন এবং কয়েকটি বড় শট মারেন, তবে তিনি বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি।

মাঝের ওভারগুলিতে সূর্যকুমার যাদব কিছুটা আগ্রাসী ব্যাটিং করলেও তিনিও বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ হন। তিলক বর্মাও হতাশ করেন। অন্যদিকে নমন ধীর ধৈর্য ধরে খেলেন এবং অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। তিনি ৩৭ বলে ৫৭ রান করে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ করেন। অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া ধীরগতির ইনিংস খেলেন, যা দলের মোট রানে খুব বেশি সাহায্য করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মুম্বই নির্ধারিত ওভারে ১৫৯ রান তোলে।

চেন্নাইয়ের বোলারদের মধ্যে অংশুল কম্বোজ ও নূর আহমেদ উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স করেন। কম্বোজ তিনটি উইকেট নেন এবং নূর দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। তাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং মুম্বইকে বড় স্কোর করতে দেয়নি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে চেন্নাই খুব শান্ত ও পরিকল্পিতভাবে রান তাড়া করে। ওপেনাররা ধৈর্যের সঙ্গে শুরু করেন এবং পরে রুতুরাজ গায়কোয়াড় দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। তাঁর অর্ধশতরানের উপর ভর করে চেন্নাই সহজেই লক্ষ্য পৌঁছে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা আট উইকেট হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে।

এই জয়ের ফলে চেন্নাইয়ের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে, অন্যদিকে মুম্বইয়ের জন্য প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ধারাবাহিক ব্যর্থতা এবং দুর্বল ব্যাটিং পারফরম্যান্স তাদের এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে।

এশিয়ান কাপে অজিদের কাছে হার ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা এশিয়ান কাপের শুরুটা ভালো হল না ভারতের। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ০-২ গোলে পরাজিত ভারতের মেয়েরা। গ্রুপ বি -এর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত অস্ট্রেলিয়া। ভারতের গ্রুপে রয়েছে জাপান এবং লেবাননের মতো দল। ফলে ভারতকে গ্রুপ পর্যায়েই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে তা একপ্রকার নিশ্চিত। প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খেল ভারতের মেয়েরা। এদিন শুরুতে জাপান ১৩-০ গোলে লেবাননকে হারিয়ে দুর্দান্ত সূচনা করে। ফলে গোল পার্থক্যে অনেকটাই এগিয়ে গেল জাপান। ভারতের

জন্য যা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেল। পরবর্তী ম্যাচগুলিতে তিন পয়েন্ট পেলেও গোল পার্থক্যের দিকেও নজর রাখতে হবে ইয়ং টাইগ্রেসদের। শনিবার ম্যাচের শুরু থেকেই অস্ট্রেলিয়া ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করে খেলছিল। বল পজিশন ও আক্রমণ সবেতেই পিছিয়ে ছিল ভারত। ২৫ মিনিটে থেওডোরা মৌয়িথিস প্রথম গোলটি করেন। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-০ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধেও ভারতের মেয়েদের খেলায় বিশেষ উন্নতি হয়নি। ভারতের অভিস্তা বাসনেটের ভুলে হল আত্মঘাতী গোল। অজিদের পক্ষে ফলাফল হল ২-০।

জয় দিয়ে শুরু বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ্ব ২০ চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্টে জয় দিয়ে শুরু বাংলার। শনিবার সকালে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মাঠে ছিল ম্যাচ। প্রথম ম্যাচেই কর্নাটককে ২-১ গোলে হারাল দীপঙ্কর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বাংলার তরুণ তুর্কীরা। বাংলার হয়ে গোল করেন তনবীর দে ও প্রভাত প্রধান। বাংলার পরবর্তী ম্যাচ আগামী সোমবার লাক্ষাদ্বীপের বিরুদ্ধে। টুর্নামেন্টে গ্রুপ ইতে রয়েছে বাংলা। সঙ্গে রয়েছে কর্ণাটক, ওড়িশা ও লাক্ষাদ্বীপ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৬-২৭-০৪, তারিখঃ ২৯.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণঃ** খড়্গপুর ডিভিসনের অধীনে পুরানো/ মরচে পড়া/ক্ষতিগ্রস্ত টিআরডি অ্যাসেটগুলির বদল। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ৫,৯৬,০১,৪৮৮.১০ টাকা। **ইএমডি** ঃ ১১,৯২,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য**ঃ শূন্য। **খোলার তারিখঃ** ২২.০৫.২০২৬। **সম্পাদনের সময়সীমা** ঃ ১৮ (আঠারো) মাস। **জমার তারিখ** ঃ ২২.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য** ঃ সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-109)**

NOTICE

Executive Engineer, Berhampore Division-I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No. 09 of 2026-2027 for Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 4(four) locations under Raghunathganj Police Station, 2(two) locations under Samsherganj Police Station and 3(three) locations under Suti Police Station in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division-I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents is **03/05/2026 upto 01.00 PM.**
Last date and time of issuance of Quotation documents is **03/05/2026 upto 02.00 PM.**
Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is **03/05/2026 upto 02.30 PM.**
Opening of financial bid on **03/05/2026 at 03.00 PM.**

Sd/-
Executive Engineer, Berhampore Division-I P.W.D.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

উত্তর ২৪ পরগণায় সংখ্যালঘু-মন কতটা জিতল বিজেপি, প্রশ্ন বঙ্গ রাজনীতিতে

শুভাশিস বিশ্বাস

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে। জেলার মোট ভোটার সংখ্যা ৭৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৯৩ জন, মহিলা ভোটার ৩৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৩৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ২০৬ জন। ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ ও সন্ত্রাসমুক্ত হয় তার জন্য কয়েকদিন আগে থেকেই সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিকে সিল করে দেওয়াও হয়েছিল। কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে কোনওভাবেই তৈরি না হয় তার দন্য কড়া নজরদারি চালাতে দেখা গেছে জেলাশাসক তথা জেলা মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকদের।নিজে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে প্রস্তুতির অগ্রগতি তাঁরা খতিয়েও দেখছেন। উল্লেখ্য, রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে এই উত্তর ২৪ পরগনায়। আর এই জেলার ৩৩টি আসনের ভোটগণনা হবে মোট আটটি গণনাকেন্দ্রে। সেগুলি হল বারাসত কলেজ, বারাসত পিয়ারিচরণ সরকার হাইস্কুল, বসিরহাট হাইস্কুল, বসিরহাট পলিটেকনিক কলেজ, বিধাননগর কলেজ, বনগাঁর দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, পানিহাটির গুরুনানক কলেজ ক্যাম্পাস এবং ব্যারাকপুরের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।

এবার আসা যাক উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ভোটারদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। এই অঞ্চলের অন্যতম নির্ণায়ক শক্তি মতুয়া ভোট। বিশেষ করে বনগাঁ মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্র বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, বাগদা ও গাইঘাটার ভোটে জয়-পরাজয়ের ব্যবধান গড়ে দেন মতুয়া ভোটাররাই। এই প্রসঙ্গে আরও একটা তথ্য নির্বাচন কমিশনের সূত্রে সামনে এসেছে, আর তা হল মতুয়া অধ্যুষিত এই চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেই এবার রেকর্ড পরিমাণ ভোট পড়েছে। ভোটদানের নিরিখে অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে 'মতুয়াগড়' বলে পরিচিত বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, বাগদা ও গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্র। নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, এই চার কেন্দ্রে গড়ে ভোট পড়েছে প্রায় ৯২ শতাংশ। বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৯২.৬১ শতাংশ। বনগাঁ দক্ষিণে ৯২.২৩ শতাংশ, গাইঘাটায় ৯৩.০৮ শতাংশ এবং বাগদায় ৮৯.৫১ শতাংশ ভোট পড়েছে। যদিও গত বিধানসভা ভোটে বনগাঁ উত্তরে ৮৪.২৬ শতাংশ, বনগাঁ দক্ষিণে ৮৭.৫ শতাংশ, বাগদায় ৮১.৪৭ শতাংশ এবং গাইঘাটায় ৮৮.৪৯ শতাংশ ভোট পড়েছিল। অর্থাত, এবার মতুয়াগড়ের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে গড়ে ৬-৮ শতাংশ অতিরিক্ত ভোট পড়েছে। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসআইআর-এর কোপে বিপুল সংখ্যক মতুয়া ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার পরেও সেখানে ভোটদানের হার নজরকাড়া ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো কৌতূহল তৈরি হয়েছে।ভোট মিটতেই এই ইস্যুতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বাগযুদ্ধও। শাসক ও বিরোধী, উভয় শিবির দাবি করছে তারাই বেশি লাভবান হবেন।

এদিকে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায়। এই কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৯৭.৩৪ শতাংশ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সবমিলিয়ে ৩৩টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে মধ্যে হাড়োয়া কেন্দ্রটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। এখানে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ার পিছনে সার একটা অন্যতম বড় 'ফ্যাক্টর' বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ব্যাখ্যা, এসআইআর-এর জন্য হাড়োয়া কেন্দ্রে বহু সংখ্যালঘু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ চলে গিয়েছে। ফলে মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করেছে। ভবিষ্যতে যাতে তাঁদের ভোটাধিকার নিয়ে নতুন করে বিপদের মুখে পড়তে না হয়, সেই আতঙ্কে অনেকে ভোট দিয়েছেন।

অন্যদিকে জেলার মধ্যে সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে বিধাননগর কেন্দ্রে। এখানে ভোটের হার ৮৬.২৬ শতাংশ। জেলা নির্বাচনী দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, বিধাননগরে বরাবরই কম ভোট পড়ে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রেও তুলনামাফিক কম ভোটই পড়েছে। এখানে ভোটের শতকরা হার ৮৬.৬৬ শতাংশ। ভোটদানের নিরিখে জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দেগঙ্গা। এই কেন্দ্রটিও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। এখানে ভোট পড়েছে ৯৬.৮৫ শতাংশ। এরপরেই আছে মিনাখাঁ। এখানে ভোট পড়েছে ৯৬.৭৭শতাংশ বসিরহাট উত্তরে ৯৬.৬২ শতাংশ, আমডাঙায় ৯৬.০৩ শতাংশ, সন্দেশখালিতে ১৫.৮৯ শতাংশ এবং বসিরহাট দক্ষিণে ৯৫.৪৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। ব্যারাকপুর মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে নোয়াপাড়া কেন্দ্রে। এখানে ভোটের হার ৮৭.১২ শতাংশ। এরপরেই আছে বরাহনগর। এখানে ভোটের হার ৮৮.৫৯ শতাংশ। ব্যারাকপুর কেন্দ্রে ভোটের হার ৮৯.৮২ শতাংশ। পানিহাটি কেন্দ্রে ভোটের হার ৯১.৪৮ শতাংশ।

কিন্তু বনগাঁর মতুয়াগড়ে ভোটদানের হার বৃদ্ধির পিছনে আসল রহস্যটা কী বা এই অতিরিক্ত ভোট কার ঝুলিতে যাবে এই প্রশ্নটাই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বঙ্গ রাজনৈতিক মহলে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে নিজেদের মতো করে এর ব্যাখ্যা দিতেও দেখা যাচ্ছে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি তথা বনগাঁ উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'এসআইআর নিয়ে মতুয়াদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে। এসআইআর-এর কারণে অনেকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। শুনানি কেন্দ্রে গিয়ে বহু মানুষ হয়রানির শিকার হয়েছেন। অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। ভোট দিতে না পারার আক্ষেপও রয়েছে মানুষের মধ্যে। সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ইভিএমে। তার জন্যই এত সংখ্যক মানুষ ভোট দিতে বেরিয়েছেন।' তাঁর দাবি, 'এ বার মতুয়া ভোট তৃণমূলের দিকেই যাবে। তার ফলে বনগাঁয় তৃণমূল খুবই ভালো ফল করবে।' উল্টোদিকে বনগাঁর বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিকাশ ঘোষের ব্যাখ্যা, 'এত বছর ধরে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের ভয়ে মানুষ ভোট দিতে পারেননি। নির্বাচন কমিশন যে ভাবে ভোট পরিচালনা করেছে, তার জেরেই একটা বিপুল সংখ্যক মানুষ বাইরে বেরিয়ে ভোট দিয়েছেন। মতুয়ারা বিজেপির সঙ্গেই আছেন।'

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকেই বনগাঁ এবং রানাঘাট আসন বিজেপির দখলে। বিধানসভা ভোটেও তার অন্যথা হয়নি। বিজেপির কাছে যেমন এবারও মতুয়াগড় ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তেমনই তৃণমূলও বাগদা, বনগাঁ, রানাঘাট, হরিণঘাটা, চাকদহ-সহ বিভিন্ন এলাকার দখল নিতে মরিয়া। শাসকদলের প্রার্থী চয়নেও সেই অভিমুখ স্পষ্ট। মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রভাব রয়েছে। তেমনই এসআইআরের ফলে বহু লোকের নাম বাদও গিয়েছে। নাগরিকত্ব-সহ একাধিক বিষয়ে বিজেপির প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার আখ্যান তুলে ধরে প্রচার করেছে তৃণমূল। মতুয়া রাজনীতির আঁতুড়ঘর ঠাকুরবাড়িতেও দুই ফুলের আড়াআড়ি বিভাজন রয়েছে। বিজেপির দিকে শান্তনু ঠাকুর, সুব্রত ঠাকুরেরা। আবার তৃণমূলের দিকে রয়েছেন মমতাবালা ঠাকুর, মধুপর্ণা ঠাকুর। তবে ভোটারদের মধ্যে গত তিনটি বড় ভোটেই বিজেপির প্রভাব ছিল।

এর পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হল বারাসত ও বারাকপুর মহকুমা অঞ্চল। যা শেষ ভোটের নিরিখে এখনও রয়েছে শাসক দলের দখলে। দুই দশক আগেও এখানে ছিল বামেদের বড় ভোট ব্যাঙ্ক। কিন্তু পালাবদলের পর গোটা জেলার রং যেন সবুজ হয়ে যায়। ভৌগোলিক দিক থেকেও এই জেলার গুরুত্ব কম নয়। একদিকে কৃষিজমি, অন্যদিকে গঙ্গার পাড় দিয়ে শিল্পাঞ্চল। আর মধ্যভাগে শহরতলি অঞ্চল, যেখানে সমাজের নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তদের বসবাস। গত সাত-আট বছরে বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনৈতিক ছবি মাঝেমধ্যেই বদল হয়েছে। রাজনৈতিক দলবদল শিল্পাঞ্চলের রাজনীতির সমীকরণকেও বদলে দিয়েছে বারেবার।

এই জোড়াফুলের ঘাঁটিতেও ২০২৬-এ কোথাও যেন বইছে পরিবর্তনের এক চোরাস্রোত। আর তা নজরে আসে নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের প্রচারে। তাঁকে দেখেই কেঁদে ফেলতে দেখা যায় এলাকার মহিলাদের।তৃণমূলের দাদাগিরি ও অনুন্নয়নের বিরুদ্ধে অর্জুনের কাছে অভিযোগ জানান তাঁরা। সঙ্গে জানান অন্যান্য সমস্যার কথাও। এইসব সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন অর্জুন সিং।

এর পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনায় এবারের নির্বাচনে বিজেপির অন্যতম মুখ আরজি কর ঘটনায় মৃত তরুণী চিকিৎসক 'অভয়া'র মা। পানিহাটি বিধানসভায় বিজেপির প্রার্থী তিনি। আর এই রত্না দেবনাথকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাশে বসিয়ে জনসভাও করেছেন। এই সব ঘটনা থেকে স্পষ্ট, প্রধানমন্ত্রীর হাত তাঁর মাথায়। ভোটের পর আরজি কর তদন্তের ফাইল ফের খোলা হবে, সেই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। আর এখানেই রাজনৈতিক মহলের মত, পানিহাটি, খড়দহ, কামারহাটি, বরানগর বিধানসভা এলাকায় এবার আরজি কর ইস্যুতেই ভোট হচ্ছে। অভয়ার মাও প্রত্যয়ের সঙ্গে জানিয়েছেন, সত্যের জয় হবেই। কারণ, তিনি জানান মানুষ তাঁর সঙ্গে আছে। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারনা, পানিহাটি, খড়দহ, কামারহাটি, বরানগর বিধানসভা এলাকায় এবার আর জি কর ইস্যুতেই ভোট হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা তথ্য না দিলেই নয়। তা হল, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলেও বিপুল সংখ্যক অবাংলাভাষী মুসলিম ভোট রয়েছে। যা ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে নিঃসন্দেহে বড় ফ্যাক্টর। উত্তর ২৪ পরগনায় নওশাদ সিদ্দিকীর দল আইএসএফ-এর প্রচারে ভিড়ও ছিল নজরকাড়া। ২০২৬-এর নির্বাচনে তারাও এক২০২১ সালের নির্বাচনের ঠিক আগেই তৈরি হয়েছিল আইএসএফ। ফুরফুরা শরিফের পীরজাদাদের দলের সেই কর্মসূচিতে ভিড় হলেও তা ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হয়নি। তবে পাঁচ বছর পরে পরিস্থিতি বদলেছে। আইএসএফ-এর বিধায়ক হিসাবে নওশাদ যে রাজনৈতিক ভাষ্য নির্মাণ করেছেন, তাতে ধর্মের থেকে সবসময়ই এগিয়ে থেকেছে রুটি-রুজি-কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ। এ বারেও বামেদের সঙ্গে জোট করে লড়ছেন নওশাদ। উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় সকাল হোক বা মধ্যরাত ভাইজানের কর্মসূচিতে উপচে পড়েছে ভিড়। যদিও তৃণমূলের প্রথম সারির নেতারা মনে করছেন, বিজেপি সংখ্যালঘুদের যে বিপন্ন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, সে কথা মাথায় রেখেই ভোট দেবেন তাঁরা। ভোট ভাগের বিলাসিতা দেখাবেন না। অন্য শিবিরে লোক হলেও মুসলিম ভোট দিদির বাক্সে পড়বে বলেই মনে করছে শাসকদল।

ফলে ভোট সমীকরণে সেখান থেকে বিজেপি কতটা সুবিধা এবার আদায় করতে পারল সেটা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। আবার মতুয়া ভোটেও একচ্ছত্র আধিপত্য বিজেপির নেই। সেখানেও একটা ভালো অংশের ভোট তৃণমূলের ঝুলিতে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে। আবার এই দফায় বেশ কিছু আসনে বামেরা নির্ণায়ক শক্তি হতে পারে। রামে যাওয়া ভোট বামেরা অনেকটাই তাদের ঝুলিতে ফিরে পেতে পারে। ফলে সেটাও বিজেপির বিপক্ষে যাবে। কাজেই ভোট মেটার পর দলের অন্দরে কাটাছেঁড়া চললেও বিজেপির মধ্যে একটা ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। যদিও এক্ষেত্রে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর বক্তব্য, 'মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এবং তৃণমূলের বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। খেলা শেষ তৃণমূল বুঝে গিয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গের এক ঐতিহাসিক শান্তিপূর্ণ নির্বাচন

সুদীপ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরে এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের সাক্ষী থেকেছে। একদিকে এই রাজ্য প্রজ্ঞা, মেধা, সংস্কৃতি এবং নবজাগরণের পুণ্যভূমি হিসেবে পরিচিত; অন্যদিকে এর নির্বাচনী ইতিহাস বারবার রাজনৈতিক সংঘাত, পেশিশক্তির আস্ফালন ও রক্তপাতের কালিমায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু বিগত নির্বাচনগুলোর তুলনায় এবারের নির্বাচন এক অভাবনীয় এবং অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে। একটিও প্রাণ না ঝরে, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া কেবল একটি প্রশাসনিক সাফল্য নয়, বরং এটি পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক পরিপক্কতার এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই রক্তপাতহীন নির্বাচন প্রমাণ করে যে, সদিচ্ছা ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ থাকলে ব্যালট বাক্সের লড়াইকে বুলেটের লড়াই থেকে চিরতরে মুক্ত করা সম্ভব। এর পাশাপাশি এবারের নির্বাচনে যে বিপুল শতাংশ ভোট পড়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজির। এই অভাবনীয় সাফল্যের জন্য প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি রাজ্যের সাধারণ ভোটারদের সর্বোচ্চ এবং অকুণ্ঠ কৃতিত্ব প্রাপ্য। সাধারণ মানুষ প্রমাণ করেছেন যে, ভীতিমুক্ত এবং নিরাপদ পরিবেশ পেলে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পিছপা হন না। তীব্র আবহাওয়া এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নির্ভয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করা আসলে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের অগাধ আস্থারই চূড়ান্ত নিদর্শন। এই বিপুল অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষ হিংসা নয়, বরং শান্তি এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। ভোটারদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক ভিত্তিভূমিকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

এই শান্তিপূর্ণ এবং উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে ভারতের নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং সর্বাগ্রে প্রশংসনীয়। অতীতে বারবার দেখা গেছে, ভোট ঘোষণার পর থেকেই রাজনৈতিক উত্তাপ এবং পেশিশক্তির আস্ফালন সাধারণ মানুষের মনে গভীর আতঙ্ক তৈরি করত। কিন্তু এবার নির্বাচন কমিশন শুরু থেকেই এক কঠোর, নিরপেক্ষ এবং স্বতঃপ্রণোদিত ভূমিকা পালন করেছে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি এবং স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় তৈরি করার ফলে সমাজবিরোধীদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে পেরেছেন। আধুনিক প্রযুক্তি, যেমন ক্যামেরা ও সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে নজরদারির ফলে যেকোনো ধরনের অশান্তি সৃষ্টির আগেই তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ ভোটারদের মধ্যে 'প্রশাসন আপনাদের পাশে আছে' এই বার্তা দৃঢ়ভাবে পৌঁছে দিতে কমিশন সফল হয়েছে। এই আস্থার পরিবেশই রাজনৈতিক হিংসাকে অঙ্কুরে বিনাশ করেছে। নির্বাচন কমিশনের এই 'শূন্য সহনশীলতা' বা বিন্দুমাত্র ছাড় না দেওয়ার নীতি প্রমাণ করেছে যে, প্রশাসন নিরপেক্ষ ও কঠোর হলে কোনো রাজনৈতিক দলই পেশিশক্তি প্রদর্শনের সাহস পায় না।

একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হলো জনমতের শান্তিপূর্ণ প্রতিফলন। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে বলেছিলেন, একটি আধুনিক রাষ্ট্রে বলপ্রয়োগের বৈধ এবং একচেটিয়া অধিকার কেবল রাষ্ট্রের হাতেই থাকা উচিত। যখন রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়, তখন তা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রেরই ব্যর্থতাকে নির্দেশ করে। আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে, বিশেষ করে ইউরোপের উন্নত দেশগুলো বা অন্যান্য পরিণত গণতন্ত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে নির্বাচন একটি উৎসব এবং সাধারণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মাত্র। সেখানে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিরোধী মতের প্রতি চরম সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং শারীরিক হিংসার কোনো স্থান নেই। পশ্চিমবঙ্গ এবারের বিপুল ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে সেই 'পরিণত গণতন্ত্র' বা

আন্তর্জাতিক মানের গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলার দিকে এক বিশাল ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'যুক্তিনির্ভর পছন্দের তত্ত্ব' অনুযায়ী, যখন রাজনৈতিক দলগুলো বুঝতে পারে যে হিংসার আশ্রয় নিলে প্রশাসনের কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে এবং সাধারণ মানুষের জনসমর্থন হারাতে হবে, তখন তারা কৌশল পরিবর্তন করে শান্তিপূর্ণ পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। এবারের নির্বাচনে প্রশাসন এতটাই কঠোর ছিল এবং মানুষের অংশগ্রহণ এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল যে, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে হিংসার পথটি আর কোনোভাবেই লাভজনক ছিল না।

এই শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয়টি লুকিয়ে আছে রাজনৈতিক দর্শনের গভীরে। সাধারণ মানুষকে আজ গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, ভ্রান্ত রাজনৈতিক আবেগের বশবর্তী হয়ে মারামারি করে আসলে কাদের লাভ আর কাদের ক্ষতি হয়। সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, যা 'ক্ষুদ্রগোষ্ঠী শাসন' বা সমাজতাত্ত্বিকদের ভাষায় 'এলিট তত্ত্ব' নামে পরিচিত, তার আলোকে দেখলে রাজনৈতিক হিংসার অসারতা খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ভিলফ্রেডো প্যারেতো এবং গায়েতানো মসকার মতো সমাজবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, সমাজে সবসময় ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা শ্রেণি, আর নিচে থাকে বৃহত্তর সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতারা, তাঁরা যে দলেরই হোন না কেন, নিজেদের মধ্যে এক ধরনের অলিখিত সামাজিক ও শ্রেণীগত সখ্যতা বজায় রাখেন। বিধানসভা বা সংসদের ভেতরে তাঁদের মধ্যে কড়া বিতর্ক হলেও, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা একে অপরের বিপদে পাশে দাঁড়ান এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন।

অথচ, এই নেতাদের আদর্শের নামে, উত্তেজক স্লোগানের মোহে অন্ধ হয়ে প্রান্তিক স্তরের সাধারণ কর্মীরা একে অপরের রক্ত ঝরায়। ক্ষমনেতারা নেতাই থাকে, সাধারণ মানুষ মারামারি করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ক্ষ; এটি কেবল কথার কথা নয়, এটি এক রূঢ় ও নির্মম সামাজিক বাস্তব। যখন কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষে একজন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়, তখন সেই অপূরণীয় ক্ষতি শুধুমাত্র তার পরিবারের। কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো মতাদর্শ সেই পিতৃহীন সন্তান বা স্বামীহারা স্ত্রীর সারা জীবনের শূন্যতা ও হাহাকার পূরণ করতে পারে না। মানবতাবাদী দর্শন আমাদের গভীরভাবে শেখায় যে, মানুষের জীবনের মূল্য যেকোনো রাজনৈতিক আদর্শ, ইশতেহার বা স্লোগানের চেয়ে অনেক বেশি। একটি সুস্থ সমাজে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকবেই, একে অপরের নীতির সমালোচনা হবে, কিন্তু সেই পার্থক্য যেন কখনোই ব্যক্তিগত শত্রুতা বা প্রাণনাশের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই চরম সত্যের উপলব্ধি যত বৃদ্ধি পাবে, সমাজ তত বেশি সংঘাতমুক্ত ও পরিণত হবে। এইবারের বিপুল ভোটদান প্রমাণ করছে যে, মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি অন্ধকার এবং কলঙ্কজনক দিক হলো ভোট-পরবর্তী হিংসা। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর এবং ফলাফল ঘোষণার পর জয়ী দলের কর্মীদের দ্বারা বিজয়ী উল্লাসের আড়ালে বিরোধী শিবিরের ওপর আক্রমণের এক জঘন্য প্রবণতা অতীতে বারবার দেখা গেছে। এই সংস্কৃতির এবার সম্পূর্ণ ও স্থায়ী অবসান ঘটা প্রয়োজন। গণতন্ত্রের একটি মৌলিক দর্শন হলো 'গণতান্ত্রিক সৌজন্য'। যিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেন, তিনি কেবল তাঁর দলের বা তাঁর সমর্থকদের প্রতিনিধি নন, তিনি সমগ্র এলাকার, এমনকী যাঁরা তাঁকে ভোট দেননি তাঁদেরও প্রতিনিধি। জয়ী দলকে মনে রাখতে হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা ক্ষমতা লাভ মানেই বিরোধীদের দমনের লাইসেন্স নয়, বরং এটি বৃহত্তর দায়িত্ববোধ এবং সহনশীলতার প্রতীক। অন্যদিকে পরাজিত দলকেও মানুষের রায় বিনম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে গঠনমূলক বিরোধীর ভূমিকা পালন করতে হবে। ফলাফল ঘোষণার দিন এবং তার পরে যে দলই জিতুক না কেন, এই নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয়।

সাধারণ মানুষকে মনে রাখতে হবে যে নির্বাচন একটি সাময়িক প্রক্রিয়া, কিন্তু সমাজ একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা। ভোটের পরদিন সকালে জয়ী বা বিজিত সকল দলের সমর্থককেই একই বাজারে যেতে হবে, একই বাসে যাতায়াত করতে হবে এবং আপদে-বিপদে একে অপরের পাশেই দাঁড়াতে হবে। রক্তের কোনো রাজনৈতিক রং হয় না, আর রাজনৈতিক পরিচয় দেখে মানুষের জীবনে কোনো বিপদ আসে না। তাই ভোটের ফলাফলের পর কোনো ধরনের প্ররোচনায় পা দেওয়া বা আবেগতাড়িত হয়ে সংঘাতে জড়ানো সাধারণ মানুষের একেবারেই উচিত হবে না। প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনকেও নির্বাচনের দিনের মতোই ফলাফল ঘোষণার দিন এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ সমানভাবে তৎপর ও কঠোর থাকতে হবে, যাতে বাংলার এই কষ্টার্জিত শান্তি কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়।

পরিশেষে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের এই রক্তপাতহীন এবং বিপুল জনঅংশগ্রহণের নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে আমরা চাইলে বদলাতে পারি। যে সাধারণ মানুষ দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে ইতিহাস গড়েছেন, তাঁরাই এই শান্তির প্রকৃত রূপকার। এই ইতিবাচক পরিবর্তনকে এখন আমাদের স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। রাজনৈতিক সচেতনতা মানে অন্ধ আনুগত্য বা পেশিশক্তির আস্ফালন নয়; বরং ভালো-মন্দের বিচার করার ক্ষমতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকে সুস্থতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আন্তর্জাতিক মানের এক সুশৃঙ্খল এবং পরিণত গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ যে নতুন পথ চলা শুরু করল, তা যেন আর কখনোই পথভ্রষ্ট না হয়। আগামী দিনে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, মানুষের জীবন, শান্তি, পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধই যেন সমাজের শেষ কথা হয়। এইবারের নির্বাচন যেন বাংলার বুকে এক নতুন অহিংস রাজনৈতিক রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা করে।